বিবাহ ও পরিবার

(প্রথম পর্ব)

গৃহের সমস্যাসমূহের কারণে
শাস্ত্রসম্মত সমাধান

বিবাহ ও পরিবার
(প্রথম পর্ব)

গৃহের সমস্যাসমূহের কারণে
শাস্ত্রসম্মত সমাধান

পাঠ্য পুস্তিকা ৬

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

বিবাহের সাতটি সংযোগ সূত্র
(সাতপাকে বাঁধা)

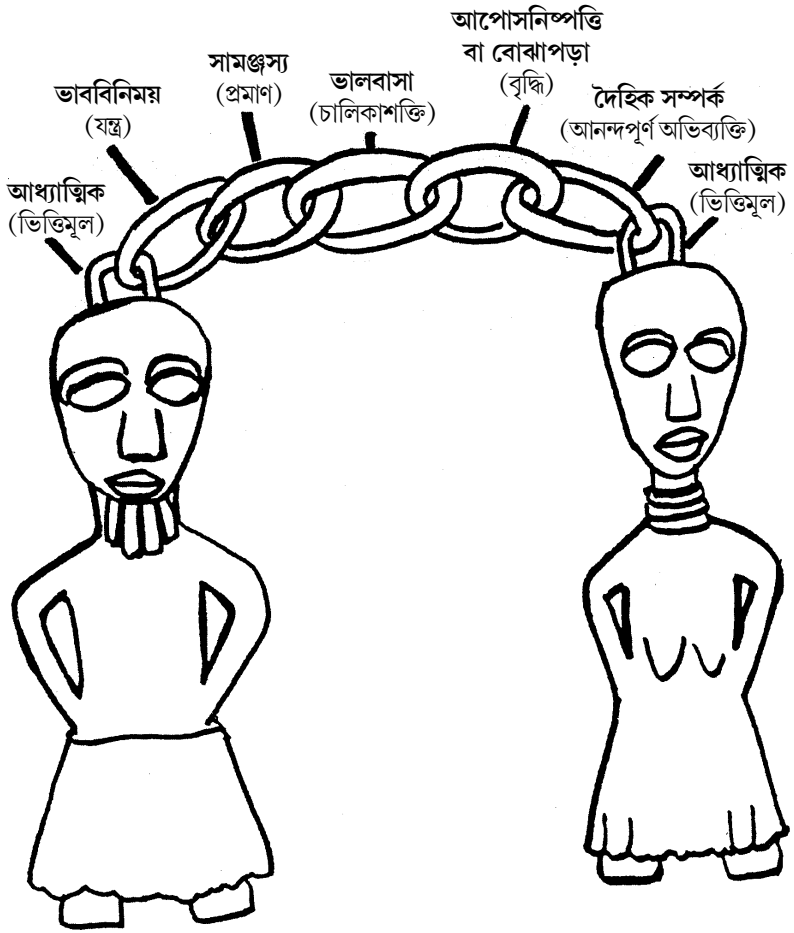

অধ্যায় এক

বিবাহ ও পরিবারের নিয়মাবলী

আমেরিকায় বহুদিন পূর্বে, জনৈক ব্যক্তির পুরাতন গাড়ীতে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায়, তিনি গাড়িটি রাস্তার এক ধারে সরিয়ে রাখলেন। সেই সময় সুন্দর বেশভূষা পরিহিত অপর এক ব্যক্তি একটি শৌখিন গাড়ী চালিয়ে ঐপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি ঐ ভাঙ্গা গাড়ীর মালিককে সাহায্য করার জন্য, সেখানে গাড়ী থামালেন । তারপর গাড়ী থেকে নেমে, ভাঙ্গা মোটরগাড়ীর , সামনের ঢাকনা খুলে ফেললেন। ভাঙ্গা গাড়ীটি ছিল ফোর্ড মোটরগাড়ী- আমেরিকার অতি সুপরিচিত মোটরগাড়ী । সুন্দর বেশভূষা পরিহিত ব্যক্তি গাড়ীর ইঞ্জিনে কাজ শুরু করলেন এবং অতি শীঘ্র গাড়ীটি সরিয়ে দিলেন । সেই পুরাতন গাড়ীর মালিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ফোর্ড মোটর-গাড়ী সম্পর্কে এত কিছু কি করে জানলেন?" সুবেশি ভদ্রলোক উত্তর দিলেন , "আমিই হেন্‌রী ফোর্ড। আমি এই মোটরগাড়ী প্রথম তৈরী করেছিলাম। আর এখন যে কোম্পানী এই মোটর গাড়ী তৈরী করে , আমি তাঁর মালিক।"

কিভাবে হেনরী ফোর্ড তাঁর গাড়ী মেরামত করলেন, তা যেমন তিনিই বলতে পারেন, ঠিক তেমনই ঈশ্বর বলতে পারে, তিনি ভেঙ্গে যাওয়া বিবাহ সম্পর্ক কিভাবে পুনঃস্থাপন করতে পারেন, কারণ তিনিই বিবাহ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। বিবাহ ও পরিবারের এই নীতিগুলি শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত করা হয়েছে । এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেহেতু একমাত্র ঈশ্বরই বিবাহসম্পর্ক ও পরিবার সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তিনিই ভেঙ্গে যাওয়া বিবাহ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে পারেন। ঈশ্বরই আমাদের বলতে পারেন, বিবাহ কি, বিবাহের উদ্দেশ্য কি এবং বিবাহ ও পরিবারের জন্য তাঁর প্রাথমিক পরিকল্পনাই বা কি?

বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছেন?

আমরা যারা যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য আমাদের প্রত্যেকটি পাঠ সবসময় এই প্রশ্ন দ্বারা শুরু করা উচিৎ "এই বিষয়ে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছেন?" যখন ধর্মীয় নেতাগণ যীশুকে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, যীশু আর একটি প্রশ্নের দ্বারা উত্তর দিয়েছিলেন: " তোমরা কি পাঠ কর নাই যে, সৃষ্টি কর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছিলেন?" (মথি ১৯:৪)। এখানে যীশুর বক্তব্যের মূল নীতি হল: "যদি তোমরা বিবাহের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে চাও, তাহলে তোমাদের অবশ্যই আদিতে ফিরে যেতে হবে এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে বিবাহ বিষয়টি অধ্যয়ন করতে হবে।"

বিবাহের জন্য ঈশ্বরের প্রাথমিক পরিকল্পনা

"আদিতে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি। .... পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন;ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর.....।" (আদিপুস্তক ১:২৬-২৮)।

সমগ্র সৃষ্টির বিবরণে বলা হয়েছে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তু দেখলেন, আর বললেন যে, "সে সকল উত্তম।" কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌঁছে, আমরা দেখতে পাই যে বলা হয়েছে, "এটা ভাল নয়।" কি ভাল নয়? মানুষের পক্ষে একাকী থাকা ভাল নয়। "পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, 'এবার (হইয়াছে); ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস, ইহাঁর নাম "নারী" হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন'। এই কারণ মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে' এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে" (আদিপুস্তক ২:২১-২৪)।

ঈশ্বর দেখেছিলেন একাকী মানুষ অসম্পূর্ণ। ইব্রীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "আমি তারজন্য একজন পরিপূরক তৈরী করব।" ইব্রীয় ভাষায় "পরিপূরক" শব্দের অর্থ হল অংশীদার বা "তার উপযুক্ত সাহায্যকারী"। আদি থেকেই ঈশ্বর বিবাহ ও পরিবারে আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করছেন। নারী ব্যতীত একজন পুরুষ অসম্পূর্ণ। পুরুষকে সম্পূর্ণ করার জন্যই নারীর সৃষ্টি।

সৃষ্টির বিবরণ ২ অধ্যায়ে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং আদি ৫:১-২ পদে তৃতীয়বার উল্লেখিত হয়েছে - যেখানে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন, আদিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর তাদের "আদমীয়েরা" বলছেন না কিন্তু "আদম" বলছেন। যেহেতু "আদম" শব্দের অর্থ "মানুষ" - এখানে সূক্ষ্মভাবে বলা হচ্ছে, একদন পুরুষ ও একজন নারী, পবিত্র বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়ে একজন সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। এটা অন্যভাবেও বলা যায় যে, সেই দুজন, একজন পরিণত হয়েছিল।

দুইজন ব্যক্তি, অংশীদার ও পিতামাতা

এ পর্য্যন্ত আমরা শাস্ত্রে যা দেখলাম, সেটা হল জীবনের একটি নিয়ম বা বিধান। এটিকে আমরা "বিবাহ ও পরিবারের নিয়ম" বলতে পারি। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য, ঈশ্বরের দুজন উপযুক্ত পিতামাতা প্রয়োজন। আবার উপযুক্ত পিতামাতা হওয়ার জন্য, তাদের উপযুক্ত অংশীদার হতে হবে। আর উপযুক্ত অংশীদার হওয়ার জন্য, তাদের অবশ্যই উপযুক্ত দুইজন ব্যক্তি হতে হবে।

ঈশ্বর যখন আদম ও হবাকে সৃষ্টি করলেন, তিনি তাদের পরস্পরের অংশীদার করলেন - তিনি চাননি তারা দুজন পরগাছার ন্যায় সারা জীবন পরস্পরকে শোষণ করুক। তিনি এটাও চান নি যে তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ও একজন পরগাছা স্বরূপ থাকুক, যেন সে ঐ ব্যক্তিকে সারা জীবনব্যাপি শোষণ করতে পারে। ঈশ্বর যখন নর ও নারীকে সৃষ্টি করলেন, তাঁর পরিকল্পনা ছিল এই যে, দুজন সম্পূর্ণ মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একটা জীবন গড়ে তুলবে এবং একসঙ্গে একটা জীবন নির্মাণ করবে।

সৃষ্টির বিবরণে যেমন ছিল, আজকের দিনেও ঐ নীতি একইভাবে সত্য। অবশ্য আজকের দিনে এই প্রাথমিক পরিকল্পনাকে কঠোরভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আজকের দিনে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে নারীকে পুরুষের ন্যায় সকল প্রকার কার্য্য সাধন করে, পুরুষের সঙ্গে তার সমকক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। তাত্ত্বিক দিক থেকে বলা হয়, যদি নারী পুরুষের ন্যায় একই ভূমিকা ও কার্য্য সাধন করতে না পারে, তাহলে সে কখনই পুরুষের সমমর্যাদা লাভ করতে পারে না।

পুরুষ-প্রেমীরা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে, অপরদিকে নারীবাদিগণ নারীর প্রাধান্য দাবি করে — যেন পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক হল, অথবা/অন্যতর। বাইবেলের পরিকল্পনা অনুসারে পুরুষ-নারীর সম্পর্ক হল, একক সম্পর্ক — এবং /উভয়। যদি তারা দুজন সম্পূর্ণ এক ধরনের হতো, তাহলে দুজনের মধ্যে একজন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেত। ঈশ্বর নিজ অভিপ্রায়ে তাদের অদ্বিতীয় পুরুষ ও অদ্বিতীয় নারী করে সৃষ্টি করেছেন কারণ তাদের একজন অন্যের পরিপূরক। বর্তমান সংস্কৃতি তাদের দৈহিক পার্থক্য হ্রাস করে, পুরুষ ও নারীর কাজ ও ভূমিকা সম্পূর্ণ এক ধরনের করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন কারণ তার মধ্যে একটা সুন্দর বৈচিত্র্য ও অপূর্ব উদ্দেশ্য আছে।

তিনভাগে বিভক্ত একটি পিরামিডের চিত্রের সাহায্যে, বিবাহ ও পরিবারের এই মূল নিয়মটি এইভাবে প্রদর্শন করা যায়। নিচের এক তৃতীয়াংশে লিখুন "ব্যক্তিদ্বয়", মধ্যের এক তৃতীয়াংশে লিখুন "অংশীদার", আর উপরের এক তৃতীয়াংশে লিখুন, "পিতামাতা"।

একটি পিরামিড তৈরী করতে হলে, আপনি উপরের তৃতীয়াংশ থেকে শুরু করতে পারেন না। ঠিক সেইভাবে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতো, দুজন পিতামাতাকে নিয়ে গৃহ নির্মাণের সূচনা করা যায় না, যদি না তাদের মধ্যে ঈশ্বর-অভিষিক্ত অংশীদারত্ব থাকে। এছাড়া ঈশ্বর, একেবারে নিচের তৃতীয়াংশ ব্যতীত, মধ্য তৃতীয়াংশের পরিকল্পনাও করতে পারেন না। অংশীদারত্বের ভিত্তিমূল, যা এক উত্তম পিতামাতা তৈরী করতে পারে, সেটি হল উপযুক্ত দুই ব্যক্তি। পিরামিডের নিচের তৃতীয়াংশই হল ভিত্তিমূল। সেইভাবে বিবাহের প্রধানমত অংশ হল, দুজন মানুষ, যাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সূত্রপাতের স্থান

প্রত্যেক বিবাহে চারটি সমস্যা ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়। জন ও মেরীর বিবাহে, প্রথম সমস্যা জন, দ্বিতীয় সমস্যা ক্ষেত্র মেরী। তৃতীয় সমস্যা ক্ষেত্র হল জন ও মেরীর পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের বিষয়গুলি। আর তাদের বিবাহের চতুর্থ সমস্যা ক্ষেত্র হল, জন ও মেরীর সন্তানাদি।

যদি জনের পঞ্চাশটি সমস্যা থাকে এবং মেরীর পঞ্চাশটি সমস্যা থাকে, তাহলে জন ও মেরী হিসাবে তাদের সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার পূর্বে, তাদের বিবাহের সমস্যা হল একশোটি। যদি জন সিদ্ধান্ত নেয় যে সে তার বিবাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাহলে তাকে, একনম্বর সমস্যা ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজেকে নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। মেরীকেও দুনম্বর সমস্যা ক্ষেত্রে নিজেই কাজ শুরু করতে হবে। যদি আপনি নিজেকে সমস্যার অংশ বলে স্বীকার করতে অসমর্থ হন বা বাস্তব ঘটনা গ্রহণ করতে না পারেন, তবে জগতের কোন বিবাহ-পরামর্শদাতা আপনার বিবাহে সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু আপনি যদি আপনার নিজের জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারেন, তাহলে আপনি আপনার অংশীদারত্ব সমস্যার অনেকখানি সমাধান করতে পারবেন।

এটা ব্যাখ্যা করার জন্য আসুন, আমি আপনাদের একটা গল্প বলি ঃ জনৈক ব্যক্তি মাথায় লেটুসপাতা ও তিনটি ডিম নিয়ে, এবং দুকানে দুটুকরো মাংস ঝুলিয়ে, একজন মনোবিদ্যা বিশারদের কাছে উপস্থিত হলেন। চিকিৎসক তাকে ভিতরে এসে বসতে বললেন। ঐ ব্যক্তি খুবই সতর্কভাবে উপবেশন করল, যেন মাথা থেকে ডিমগুলো পড়ে না যায়। চিকিৎসক বললেন, "আপনি কি এই বিষয়ে কথা বলতে চান?" এবং সে বলল, "হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, আমি আমার ভাই-এর বিষয়ে কথা বলতে চাই। এখন আমার ভায়ের সত্যই নানা সমস্যা আছে।" পুরোহিতগণ ও বিবাহ-পরামর্শদাতাগণ, প্রত্যেক দিন এমন অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন, যারা কোন মতেই স্বীকার করে না যে তারাও সমস্যার অংশ। যীশু যেমন বলেছিলেন, "তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা

কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?" (মথি ৭:৩)। অতি সমালোচক ব্যক্তিগণ অপরের বিশেষতঃ তাদের গৃহের ও বিবাহের যে ত্রুটি আছে, সে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। তারা সব সময় অন্যের উপরে দোষারোপ করে এবং কখনও মনে করে না যে তারাও সমস্যার অংশ হতে পারে, এমন কি যখন অন্য সকলে মনে করে যে, তারাই ঐ সমস্যার সবথেকে বড় অংশ।

জগতের সর্বাপেক্ষা মহান বিবাহ-পরামর্শ পাওয়া যায় বাইবেলে। এই পুস্তিকায় আমরা বাইবেলে প্রদত্ত কতকগুলি, বিবাহ বিষয়ক পরামর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করব। আর এটা করার সময় আমরা কতকগুলি নক্সা ও নীতি আবিষ্কার করব। এই ধরনের একটা নক্সা হল ঃ বাইবেলে যখনই বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে ঐ দুই অংশীদারকে দুজন ব্যক্তি হিসাবে পৃথক করা হয়েছে। তারপর সেখানে পুরুষের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তখন বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের দায়িত্বশীলতার কথা তাকে বলা হয়েছে। যখন নারীকে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে, সেখানে বাইবেলে, বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্বশীলতার কথা বলা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ১ পিতর ৩ অধ্যায়ে নারীদের, বিশেষতঃ সেই সব স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে শুরু করা হয়েছে, যাদের স্বামীরা ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য নয়। পরবর্তী ছয়টি পদে পিতর, স্বামীদের প্রতি বা স্বামীদের সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। পরিবর্তে তিনি স্ত্রীদের পবিত্রতা, পরিধান ও বশ্যতা বিষয়ে নানা উপদেশ দান করছেন। তিনি নারীদের ২ নম্বর সমস্যা ক্ষেত্র থেকে শুরু করতে বলছেন। বিবাহের ক্ষেত্রে ঈশ্বর তাদের যেরূপ হতে ও কাজ করতে ইচ্ছুক, সেই সব কিছুর জন্য তারা যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

তারপর পিতর এক নম্বর সমস্যা ক্ষেত্র বিষয়ে স্বামীদের উদ্দেশে কথা বলছেন। বাইবেলে সব সময় প্রতিটি সমস্যার বিষয় প্রকৃত ও বাস্তবসম্মতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি শাস্ত্রে, পিতামাতার প্রতি সন্তানদের দায়দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে বাইবেল খুবই বাস্তবসম্মত কারণ, একমাত্র একজনের জন্য আপনি সব কিছু করতে পারেন, আর তিনি হলেন — আপনি নিজে, যার সমস্ত দায়িত্ব আপনাকেই বহন করতে হয়।

এটা শেখার জন্য বিবাহিত ব্যক্তির অনেক সময় লাগে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি তা বুঝতে পারেন এবং তখন তিনি বলেন, "আমি আমার স্ত্রীর/স্বামীর জন্য সবকিছু করতে পারি না।" সত্যই আপনি তা পারেন না। ঈশ্বরের বিচার সিংহাসনের কাছে, আপনি আপনার স্ত্রী/স্বামীর জন্য উত্তর দিতে পারবেন না। তাঁর জন্য কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়িত্ব আপনার নেই। পরিবর্তে কেবলমাত্র একজন মানুষের জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়িত্ব আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আপনি শুধুমাত্র নিজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। যদি আপনি এখনই আপনার বিবাহের ক্ষেত্রে যে একজনকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাঁরজন্য চূড়ান্ত কৈফিয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

অনেক সময় পরামর্শদানের জন্য, পুরোহিত মহাশয়, বিবাহিত দম্পতির, স্বামী ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সাক্ষাৎ করতে পারেন না কারণ তাদের পারস্পরিক যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা হল রেফারীর ন্যায়। এদের এক একজনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলাই শ্রেয়। পৃথকভাবে এক একজনের সমস্যায় সাহায্য করার পর, তিনি তাদের পারস্পরিক ও সামঞ্জস্যস্থাপনের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। যদি তারা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী না হয়, যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত না থাকেন, তাহলে পুরোহিতের প্রধান কাজ হবে, সেই স্বামী বা স্ত্রীকে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে, তাকে পরিত্রাণের পথে পরিচালিত করা। একজন আত্মিক পরামর্শদাতার বা পুরোহিতের বিবাহের ক্ষেত্রে পরামর্শদান, সুসমাচার প্রচারের অতি ফলপ্রসূ মাধ্যম হতে পারে।

জনৈক স্বামীকে তার পুরোহিত বলেছিলেন, "বিবাহ পঞ্চাশ সততার প্রতিজ্ঞা নয় ঃ এমন কি দুজন মানুষের পরস্পরের প্রতি শতকরা একশোভাগ সততার ব্যাপারও নয়। বিবাহ হল ঈশ্বরের প্রতি দুজন মানুষের শতকরা একশো ভাগ সততার প্রতিজ্ঞা।" সেই স্বামী গৃহে ফিরলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "পুরোহিত মহাশয় বলেছেন, বিবাহ হল শূন্যের প্রতি একশো ভাগ। আমি একশো ভাগ, আর তুমি শূন্য।" কোন কোন মানুষ, বিবাহ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। এখানেই বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যার সূচনা এবং বিবাহ সমস্যার সমাধান এখান থেকেই শুরু করতে হবে। যখন তারা সেই বাস্তব সত্য স্বীকার করবে, তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে, যে একজনকে নিয়ে তারা সমাধান করতে শুরু করবে, সেই একজনের জন্যই তারা কিছু করতে পারে অর্থাৎ তারা নিজেদের নিয়েই সমাধান শুরু করবে।

ঈশ্বরের নিকট বিবাহের অর্থ

যদি আপনি এই বিবাহ ও পরিবারের পাঠ এই প্রশ্ন দ্বারা শুরু করেন যে, "আমার জন্য এর অর্থ কি?" তাহলে উত্তর হলো, এর মধ্যে আপনার জন্য অনেক কিছু আছে। এ জগতে পরিত্রাণের পর, সবথেকে অপূর্ব জিনিস হল, একটি সুখী পরিবার। কিন্তু আপনি যদি প্রকৃতই বিবাহ ও পরিবারের একটি বাইবেলসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে চান, আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে, "ঈশ্বরের জন্য এর অর্থ কি?" তাঁর কাছে বিবাহের অর্থ কি? তিনি কেন বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন? তিনি কেন আমাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন? উত্তর হল ঈশ্বর উত্তম মানুষ দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

এই ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অন্যতম মহান ও সর্বাপেক্ষা ভাবগম্ভীর বর্ণনা পাওয়া যায় গীতসংহিতা ১২৮ গীতে। 'ধন্য সেই জন, যে কেহ সহাপ্রভুকে ভয় করে, যে তাঁহার সকল পথে চলে। বাস্তবিক তুমি স্ব-হস্তের শ্রম-ফল ভোগ করিবে, তুমি ধন্য হইবে ও তোমার মঙ্গল হইবে", (১-২)। অনেক ব্যক্তি প্রথম পদের তৃতীয় শব্দটির পরে, অর্থাৎ "ধন্য সেই জন"—এর পরে

একটা সময় নির্দিষ্ট করতে চায়। আজকের দিনে অনেকে বিশ্বায়নের কথা বলেন, যার দ্বারা আংশিকভাবে বলা হয় যে যেহেতু ঈশ্বর প্রেমময়, সমস্ত মানুষই তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রে এ শিক্ষা দেওয়া হয় নি। এটি "আশীর্বাদ-প্রাপ্ত" একজন মানুষের গীত, গীত সংহিতার মূল কথা। এই গীতগুলি থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, একজন আশীর্বাদ প্রাপ্ত মানুষের আশীর্বাদগুলি কাকতালীয় বা আকস্মিক নয়। সেই আশীর্বাদ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতার ফলাফল।

এই আশীর্বাদপ্রাপ্ত মানুষের গীতে, ঈশ্বর কিভাবে তাঁকে ব্যবহার করেছেন এবং তিনি কিভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন, সেই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গীত রচয়িতা আরও বলেছেন ঃ "তোমার গৃহের অন্তঃপুরে তোমার স্ত্রী ফলবতী দ্রাক্ষালতার ন্যায় হইবে, তোমার মেজের চারিদিকে তোমার সন্তানগণ জিত বৃক্ষের চারার ন্যায় হইবে ..... সদাপ্রভু সিয়োন তোমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন তুমি যাবজ্জীবন যিরূশালেমের মঙ্গল দেখিতে পাও এবং তোমার সন্তানদের বংশ দেখিতে পাও, ইস্রায়েলের উপর শান্তি বর্তুক" (গীতসংহিতা ১২৮:৩,৫-৬)।

ঈশ্বর কিভাবে এ জগতে কাজ করেন, এটি তার এক ধারাবাহিক চিত্র। তিনি বিবাহ ও পরিবারের নিয়মের মধ্য দিয়ে কাজ করেন। তিনি এমন একজন মানুষকে পান, যিনি তাঁকে বিশ্বাস করেন ও তাঁর পথে গমনাগমন করেন এবং তিনি সেই মানুষকে আশীর্বাদ করেন। তিনি একজন নারীকে সেই পুরুষের জীবনে আনয়ন করে, তাকে সম্পূর্ণ করেন, এবং সেই ব্যক্তিকে একজন পিতা হিসাবে গড়ে তোলেন। এই দুইজন পরস্পরের অংশীদার হয়ে, একটা পরিবার গঠন করে। এই সন্তানেরা প্রায় কুড়ি বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত, পিতামাতার দ্বারা লালিতপালিত হয় ও জীবনের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই একক পরিবার ক্রমে সিয়োনে (পুরাতেন নিয়মের আত্মিক সমাজে) পরিণত হয়, পরে তাদের শহর (যিরূশালেম), জাতি (ইস্রায়েল) এবং সব শেষে জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পুরাতন নিয়মে সিয়োন শব্দটি নূতন নিয়মের মণ্ডলীর ধারণার সমকক্ষ। ঈশ্বর এ জগতে কিভাবে কাজ করেন? যীশুর অনুগামীগণ মনে করেন, তিনি প্রাথমিকভাবে মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে কাজ করেন। ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট অবশ্যই মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে কাজ করেন কিন্তু কতকগুলি পরিবারই তো মণ্ডলী গঠন করে। এইজন্যই পরিবারকে, জগতের সর্বাপেক্ষা মূল একক বলা হয়। ঈশ্বর এই একক পরিবার দ্বারা সিয়োনকে (মণ্ডলীকে) প্রভাবিত করে। যখন এই একক পরিবারগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মিক সমাজ গঠন করে, তারা শহরকে, জাতিকে ও শেষে সমগ্র জগতকে প্রভাবিত করে। কিন্তু যদি জগতের সব কিছু ঠিক না হয়, জাতির সকলে ঠিক না হয়, শহরের সকলে ঠিক না হয়, তাহলে আমরা সমস্যাটি ও তার সমাধান কোথায় খুঁজে পাবো? ঈশ্বর

সঙ্গীহীনদের যেখানে রেখেছেন, সেই পরিবারের মধ্যেই ঐ সমস্যার সমাধান আপনি খুঁজে পাবেন (গীতসংহিতা ৬৮:৬)।

কয়েক বৎসর পূর্বে একটি পত্রিকায় এই সমগ্র বিষয়টি সন্তানদের অপরাধ প্রবণতার সমস্যারূপে দেখানো হয়েছে। বহু বিশেষজ্ঞ, যাঁরা ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন, তারা বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা কি সরকারের ভুল? এটা কি শিক্ষার ভুল? অথবা এটা কি সংস্কৃতির সমস্যা? এমন কি কয়েকজন লেখক মণ্ডলী, সমাজগৃহ, এবং মসজিদ্‌গুলিকেও প্রশ্ন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সত্যই যা করার কথা তারা তা করে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, সমস্ত সমাজ-বিজ্ঞানী, তরুণদের সংশোধন করার আদালতের বিচারক ও সমাজকর্মী, যারা ঐ প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, তারা একটিমাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ঃ আসল সমস্যা হল পরিবার।

পুরুষের দায়িত্বশীলতা

বিবাহ ও পরিবারের বাইবেল ভিত্তিক নিয়ম অনুসারে, এ ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব পুরুষের। আমি যখন আজকের দিনে বিবাহ ও পরিবারের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি, আমার মনে হয়, পুরুষ (পিতা) হলেন সবথেকে বড় সমস্যা কারণ তিনি, ঈশ্বর তাকে পরিবারের মস্তকরূপে তাঁর গৃহের আত্মিক পুরোহিতরূপে যে দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করেন না। গীতসংহিতা ১২৮ গীত অনুসারে, এই জগতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তখনই শুরু হয়, যখন মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে ও তাঁর পথে নিজেকে পরিচালিত করে। যখন একজন পুরুষ ঈশ্বরকে ভয় করেন ও তাঁর পথে চলেন, তখন ঈশ্বর একটি ভিত্তিমূল লাভ করেন, যার উপর তিনি তাঁর পরিবারের পিরামিড নির্মাণ করতে পারেন। তখন ঈশ্বর তাঁর পরিবার ও বিবাহের নিয়ম স্থাপন করেন কারণ তিনি একজন আশীর্বাদযুক্ত মানুষকে খুঁজে পান। তখন ঈশ্বর ঐ আশীর্বাদযুক্ত পুরুষকে একজন আশীর্বাদযুক্ত নারীর সঙ্গে যুক্ত করেন এবং তাদের সন্তানেরাও আশীর্বাদযুক্ত হয়। এখন ঈশ্বর একটি গৃহ, একটি মণ্ডলী, একটি শহর, একটি দেশ ও এই জগতকে প্রভাবিত করতে পারেন। এর সবকিছু একজন আশীর্বাদযুক্ত পুরুষকে দিয়ে শুরু হয়।

অবশ্য আজকের দিনে বিবাহ ও পরিবারের নজিরবিহীন ভাঙ্গনের ফলে, বহু যুবক যুবতী অনুসরণযোগ্য কোন আদর্শ চরিত্র দেখতে পায় না। আমি আপনাদের এমন বহু মানুষের কথা বলতে পারি, যারা আমাকে তাদের পিতা হতে বলেছে কারণ তাদের পিতা নাই। একজন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন যুবা পুরুষ, যার কয়েক বৎসর পূর্বে বিবাহ হয়েছে, একদিন আমার কাছে এসে, আমাকে বলেছিল, "যতদিন না আমি একজন পিতা হতে শিখছি, আমি কোন সন্তান চাই না। আপনি কি কিছু দিনের জন্য আমার পিতা হবেন?"

বিবাহ-পূর্ব পরামর্শ গ্রহণ কালে অনেক যুবক-যুবতী আমাকে বলে, "আমরা সফল

বিবাহ বিষয়ে খুবই চিন্তিত। চারিদিকে কত বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে এবং আমরা একটিও উত্তম বিবাহ দেখতে পাই না। আমাদের পিতা ও মাতার বিচ্ছেদ হয়েছে এবং আমরা একটি খ্রীষ্টিয়ান বিবাহ ও পরিবারের স্বরূপ কি, তাও জানি না। আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা একটা সুখী বিবাহ ও সুখী পরিবার লাভ করব?"

সেইজন্য, আপনি কিভাবে একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলবেন ও লালন পালন করবেন? শলোমন ছিলেন সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি তাঁর ১২৭ গীতে, নিজের অন্যতম প্রধান বাক্যগুলি ব্যবহার করে বলছেন ঃ "যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে, যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন, রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে। বৃথাই তোমরা প্রত্যূষে উঠ ও বিলম্বে শয়ন কর, এবং পরিশ্রমের খাদ্য ভক্ষণ কর, তিনি আপন প্রিয়পাত্রকে নিদ্রাযোগে এইরূপ দেন।"

এই দুটি পদের মধ্য দিয়ে শলোমনের জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী বা জ্ঞানের অন্তিম বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র গীতটি তাঁর মহান উপদেশের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, যেটাকে বলা হয় "উপদেশক পুস্তক"। তাঁর ঈশ্বর কাহিনীর এই দুটি সারসংক্ষেপেই, তাঁর প্রিয় শব্দ হল "বৃথা"।

শলোমন ছিলেন সারবক্তা ও সর্বোত্তম কাজপাগল, তথাপি তিনি এখানে বলছেন যে বৃথাই আমরা কাজ করে থাকি। তিনি বহু বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন কিন্তু এখানে তিনি বলছেন যে, আমরা বৃথাই বিলম্বে নিদ্রা যাই, প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠি এবং উদ্বিগ্ন শ্রমের খাদ্য ভক্ষণ করি। তিনি আমাদের আরও বলছেন, আমাদের নির্মাণ কাজও বৃথা হতে পারে। শলোমন একজন মহান নির্মাতা ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র মন্দির নির্মাণই করেন নি কিন্তু অনেক নগর, উদ্যান ও আস্তাবল নির্মাণ করেছিলেন। একবার শুধুমাত্র একজন রানীকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য তিনি একটি নৌবহর নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নির্মাণ কার্য্যের কোন শেষ নাই।

বৃথাই চিন্তিত হওয়া সম্ভব কারণ আমরা হয়তো ভুল বিষয়ে দুশ্চিন্তা করি। বৃথাই কাজ করাও সম্ভব কারণ আমরা ভ্রান্ত দ্রব্যের জন্য কাজ করি। নির্মাণ কাজও বৃথা হতে পারে কারণ আমরা ভ্রান্ত জিনিস নির্মাণ করি।

এরপর শলোমন সন্তানদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। সন্তানদের বিষয়ে তিনি কিরূপ অভিমত পূর্বে ব্যক্ত করেছেন? সব কিছু শলোমন বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি তাঁর সন্তানদের জীবন ছাড়া আর সব কিছু নির্মাণ করেছেন। এমন জ্ঞানী রাজা বলছেন ঃ "দেখ, সন্তানেরা সদাপ্রভুদত্ত অধিকার, গর্ব্ভের ফল তাঁহার দত্ত পুরস্কার। যেমন বীরের হস্তে বাণ সকল, তেমনি যৌবনের সন্তানগণ। ধন্য সেই পুরুষ, যাহার তূণ তাদৃশ বাণে পরিপূর্ণ, তাহারা লজ্জিত হইবে না, যখন তাহারা পুরদ্বারে শত্রুগণের সহিত কথা কহে" (৩-৫)।

এই গীতটি বিবাহ ও পরিবারের নিয়মের এক মহান নেতিবাচক প্রয়োগ। শলোমন বলছেন, "আমি যা করেছি, তা যেন করো না কারণ আমি বৃথাই কাজ করেছি, বৃথাই নির্মাণ করেছি, এবং বৃথাই চিন্তিত হয়েছি। যা নিয়ে তোমাকে প্রকৃতই চিন্তাভাবনা করতে হবে, তা হল তোমার সন্তান।" এই গীতের শেষে তিনি একটি নিগূঢ় রূপক ব্যবহার করে বলছেন পিতামাতার কাছে সন্তানেরা হল, বড় যোদ্ধার ধনুকের বাণ বা তার স্বরূপ।

কতটা জোর ও লক্ষ্য নিয়ে একজন যোদ্ধার ধনুক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হয়, তা নির্ভর করে, কতটা জোর নিয়ে তার তীর ধনুক থেকে লক্ষ্যের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমাদের সন্তানেরা হল তীর, আর আমরা তাদের পিতামাতাগণ হলাম ধনুকের ন্যায়, যার থেকে সন্তানেরা এ জগতের মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়। পিতামাতা হিসাবে এই চ্যালেঞ্জ যখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, আমাদের ঐ গীতের প্রথম দুটি পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, সদাপ্রভু নির্মাণ না করলে, আমরা পরিবার গঠন করতে পারি না। আরও একটি সুন্দর রূপকের সাহায্যে এই সত্য প্রদর্শিত হয়েছে যে, আমরা নয় কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই বিবাহ ও পরিবার গঠন করতে পারেন। শলোমনের মতানুসারে, তিনি তাঁর প্রিয়জনকে নিদ্রাযোগে এরূপ প্রদান করেন। যতক্ষণ আমরা জেগে থাকি এবং আমাদের দেহে কর্মক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত ঈশ্বরের সাহায্য লাভের চেষ্টা করি, ঈশ্বর শারীরিকভাবে আমাদের পুনরুদ্ধার করতে পারেন না। কিন্তু যখন আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে নিদ্রা যাই, ঈশ্বর সক্রিয় হতে পারেন এবং আমাদের ক্লান্ত দেহ, মন, আবেগ ও আত্মা পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

বিবাহের গুণগত মান

আমাদের পিরামিডে যেমন দেখানো হয়েছে, গুণী পিতামাতা ধার্মিক পুরুষ ও নারীর ফল, যাঁরা ঈশ্বর অভিষিক্ত অংশীদারত্বে প্রবেশ করেছেন। বিবাহ বন্ধন সুদৃঢ় রাখার জন্য এবং সন্তানদের তার দ্বারা, উপযুক্তরূপে প্রতিপালনের জন্য, ঈশ্বরকে বিবাহ সম্পর্কের কেন্দ্রস্থলে রাখতে হবে। যদি ঈশ্বর সাহায্য না করেন, আমরা দম্পতি ও পিতামাতার ভূমিকা পালন করতে পারি না।

এই বিষয়টি মথি ১৯ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে, যেখানে যীশুকে বিবাহ -বিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে মোশি বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন করেছিলেন কিন্তু সেটা স্ত্রীদের রক্ষা করার জন্য যাদের স্বামীরা তাদের রাস্তায় বার করে দিত। সেই সব দিনে স্ত্রীলোকদের কোন অধিকার ছিল না তাদের স্থায়ী কোন আবাস ছিল না। সেই জন্য স্ত্রীলোকদের প্রতি করুণাবশতঃ মোশি ইস্রায়েলীয়দের বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু যীশুর মতানুসারে সেটা কখনও ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। আদিতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই ছিল যে, বিবাহ-বিচ্ছেদে হবে না।

তখন একজন শিষ্য — আমার মনে হয় পিতর বলেছিলেন, "যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ করা ভাল নয়"(মথি ১৯:১০)।

যীশু উত্তর দিলেন, "সকলে এই কথা গ্রহণ করে না, কিন্তু যাহাদিগকে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারাই করে" (১১ পদ)। এই কথার অর্থ, শুধুমাত্র যাদের পবিত্র উদ্দীপ্ত ও সাহায্য করেন, তাহারাই এই শিক্ষা অনুধাবন ও প্রয়োগ করতে পারেন। যীশু বলেছিলেন যে ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত; বিবাহের উপযুক্ত শরিক হওয়া অসম্ভব।

শলোমন ও যীশু উভয়েই আমাদের বলছেন, ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের গৃহ নির্মাণ করা অসম্ভব । তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা বৃথাই পরিশ্রম করি। ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া আমরা উপযুক্ত পিতামাতা হতে পারি না, ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া আমরা পরস্পরের শরিকও হতে পারি না, এবং সমগ্র শাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত আমরা উপযুক্ত মানুষও হতে পারি না। যীশুর মতানুসারে মাংস হইতে যাহা জাত তাহা মাংসই (যোহন ৩:৬)। মাংস হল ঈশ্বরের সাহায্যবিহীন মানব প্রকৃতি। যীশু আমাদের আরও বলেছেন, " আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই পার না" (যোহন ১৫:৫)।

যদি আপনারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহিত হতে চান, যে বিবাহে ঈশ্বর দুজনকে একত্র আনয়ন করেন এবং যে বিবাহে ঈশ্বর দুজনকে একসঙ্গে রাখেন এবং বিবাহ যা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করে, তাহলে এই প্রার্থনাটি করুন ঃ

"হে প্রেমময় স্বর্গীয় পিতা, এই গৃহকে আশীর্বাদ করো।

তোমার উপস্থিতির আলোকে, এই গৃহ ধন্য করো।

তোমার আত্মার প্রেম দ্বারা উদ্যমশীল করো
সেই সম্পর্ককে, যা এই গৃহকে একটি পরিবারে পরিণত করে।

ব্যক্তিদ্বয় রূপে আমাদের আরোগ্যদান কর, যেন আমরা এক সুস্থ অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে পারি,

এবং জ্ঞানি ও প্রেমময় পিতামাতা হতে পারি,

এবং প্রতিদিন, সারা দিন, তোমার অনুগ্রহে প্রবেশের পথ দেখাও।

প্রার্থনা করি, আমরা এ গৃহে যা কিছু করব,

সকলই যেন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, খ্রীষ্টের দ্বারা ও খ্রীষ্টের জন্য সম্পাদিত হয়।

পুনরুত্থিত জীবন্ত খ্রীষ্টের আলো, জীবন ও ভালবাসা, - আমাদের শক্তিশালী করুক ও নিয়ন্ত্রিত করুক,

যেন আমরা খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হতে পারি, -

যখন ভিতরে আসব, যখন বাইরে যাবো এবং

বিশেষত: এই চার দেওয়ালের মধ্যে যখন একসঙ্গে বসবাস করবো।

এই পরিবারকে তুমি প্রত্যাশার প্রতীকরূপে তৈরী কর,

যেন তা সেই একজনকেই প্রদর্শন করে,

যিনি তাঁর বাক্য দ্বারা এই পরিবারকে একত্র করেছেন,

তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে একত্রে আনয়ন করেছেন,

তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা একসঙ্গে রেখেছেন।

পিতা, যীশুর নামে আমাদের এই পরিবারকে আশীর্বাদ কর। আমেন।"

অধ্যায় দুই

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহ

সুসমাচারে একটি পরিচ্ছেদ আছে, যেখানে আমরা বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে যীশুর সুস্পষ্ট শিক্ষা দেখতে পাই। আমি ঐ পরিচ্ছেদ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি কিন্তু আমি এখন আবার সেখানে ফিরে যেতে চাই কারণ সেখানে যীশু, মোশি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন পুরাতন ও নতুন নিয়মে "ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহ কি?" আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দান করছেন।

"ফরীশীরা তাঁহার নিকট আসিয়া, পরীক্ষাভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে সে কারণে কি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়?' তিনি উত্তর করিলেন, 'তোমরা কি পাঠ কর নাই যে, সৃষ্টিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন, "এই কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং সেই দুইজন

একাঙ্গ হইবে?" সুতরাং তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক।'

"তাহারা তাঁহাকে কহিল, 'তবে মোশি কেন ত্যাগপত্র দিয়া পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয় নাই। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, 'ব্যাভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।'

শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন 'যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ করা ভাল নয়।' তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, 'সকলে এই কথা গ্রহণ করে না কিন্তু যাহাদিগকে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারাই করে'" (মথি ১৯:৩-১১)।

বিবাহ একটি ঐশ্বরিক সম্পর্ক

প্রথম অধ্যায়ে আমি এই পারস্পরিক সম্পর্কের যে সাতটি দিক বিশ্লেষণ করেছি, তার প্রথমটি হল, একজন পুরুষ ও একজন নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ঐশ্বরিক দিক আছে। বাইবেলের সৃষ্টিতে আমরা দেখি সৃষ্টিকর্তা একজন পুরুষ ও একজন নারীকে "একত্ব" করলেন। যীশু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহের সংজ্ঞা দান করে ঘোষণা করেন, "অতএব ঈশ্বর যাহাদের যোগ করিয়াদিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক।" ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহ হল যখন আমরা বলতে পারি সদাপ্রভু একজন পুরুষ ও একজন নারীকে একসঙ্গে যুক্ত করলেন। অতএব ঐশ্বরিক পথনির্দেশই, আমাদের বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হওয়া উচিত।

এই সম্পর্ক ঐশ্বরিক কারণ ঈশ্বর তাঁর বাক্যে ঐ সম্পর্কের জন্য প্রাথমিক-পরিকল্পনা আমাদের প্রদান করেছেন। ঈশ্বর ঐ দুই জনকে একত্র করলেন, তাদের একাঙ্গ করলেন এবং যীশু আমাদের বলছেন যে একমাত্র ঈশ্বর এই পুরুষ ও নারীকে এক সঙ্গে যুক্ত করে রাখতে পারেন।

যে কারণে বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রীর নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, সেইজন্য আমাদের বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে, বিবাহের পর আমাদের কি ধরনের ভূমিকা, কাজ ও দায়িত্ব পালনের আদেশ করা হয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের নিজ নিজ অবদান কি হওয়া উচিত এবং আমরা সেই অবদান প্রদান করতে পারছি কিনা, সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। বিপরীতভাবে বলা যায়, বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্ট সমস্যার জন্য, আমাদেরই দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্ক

মথি ১৯ অধ্যায়ে যীশুর শিক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেন বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্ক হবে? উত্তরটি অতি সংক্ষেপে দুটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় ঃ সন্তানদের অধিকার।

১২৭ গীতে শলোমন বিবাহের যে উদাহরণ দিয়েছেন, স্মরণ করুন। সন্তানেরা তাদের পিতামাতার কাছে, ধনুকের কাছে তীরের ন্যায়। সন্তানেরা জীবনে কতটা জোরের সঙ্গে লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হবে, তা নির্ভর করে, তাদের কতটা জোরে ধনুক থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এখন আপনি যদি শয়তানের অনুচর হন এবং পরিবার ধ্বংস করতে চান, আপনি কি করবেন? আপনি কি ধনুকের দড়ি কেটে দেবেন না? আপনি কি ধনুকটি ভেঙ্গে দেবেন না? শয়তান ঠিক সেইটাই করে। যে সবসময় ধনুকের দড়ি কেটে পরিবারগুলি ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

বিবাহ ও পরিবারের জন্য ঈশ্বরের রচিত জীবনবিধি, বাইবেলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও মহৎ নিয়ম কারণ এরদ্বারা গৃহ সৃষ্টি করা হয়, যেখানে সন্তানেরা আপনা থেকেই প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত লালিত পালিত হয় এবং তারপর জগতে প্রবেশ করে, জীবনের মুখোমুখি হয়। তাদের সেই লালন-পালন ও নিরাপত্তা প্রয়োজন। যখন আপনি ধনুকের দড়িটি কেটে দেন, আপনি আপনার সন্তানদের যত্ন, নিরাপত্তা ও ঈশ্বর অভিপ্রেত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করেন কিন্তু ঈশ্বর বিবাহ ও পরিবারের সেই লক্ষ্যের কথা বাইবেলের প্রথম দুটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করছেন। আজকের দিনে, এটাই সন্তানদের সব থেকে বড় সমস্যার অন্যতম। বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের সারা জীবনের জন্য পরামর্শদান করতেন এমন একজন আটাত্তর বৎসর বয়সী প্রবীণ ব্যক্তি একবার বলেছিলেন ঃ "আমার পরামর্শদান কার্য্যে সর্বপ্রথম ছোট ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে, সব থেকে বড় যে প্রশ্নটি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সেটা হল, 'কিভাবে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে একসঙ্গে করে রাখতে পারি?'"

এইজন্যই যীশু বলেছিলেন যে বিবাহ একটা স্থায়ী সম্পর্ক হওয়া উচিত। আপনার সন্তানেরাও তখন আপনার বিবাহিত জীবনের ন্যায় নিরাপত্তা লাভ করে এবং তারা সেটা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে। যদি আপনি আপনার সন্তানের মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন দেখতে চান, তাহলে স্ত্রী/স্বামীর সঙ্গে বিবাদের কালে, তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তারা যখন তাদের পিতা ও মাতাকে বিবাদ করতে দেখে, তারা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। অন্যদিকে যদি আপনি তাদের সুখী দেখতে চান, তাহলে তাদের সামনেই আপনার স্ত্রীকে/ স্বামীকে আদর করুন, চুম্বন করুন। তারা হয়তো তখন আপনাকে, আপনার কাজের জন্য উত্যক্ত করবে কিন্তু আপনি নিজেকে বোকা বানাতে দেবেন না। তারা সেটা পচ্ছন্দ করে! তারা ভালবাসা ও আদরের সেই প্রকাশভঙ্গি দেখে বুঝতে পারে, আপনাদের বিবাহ সম্পর্ক খুব ভাল আছে, আর তখন তারা

নিজেদের নিরাপদ মনে করে।

অনেক সময় কোনো কোনো ব্যক্তি খ্রীষ্টে বিশ্বাসের পূর্বে হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বিবাহ করেন। যখন তাঁরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হন, তখন তাদের হয়তো অন্য বিবাহ হয়েছে এবং পূর্ব-বিবাহের সন্তানাদি আছে। তাহলে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা কিভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে?

যীশু সর্বদা মানুষের জীবনে ঈশ্বরের নিয়মগুলি প্রয়োগ করার পূর্বে, সেই নিয়মগুলি ঈশ্বরের প্রেমের আতসকাঁচের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেছেন। তখনকার দিনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও যীশুর মধ্যে পার্থক্য হল, তিনি কখনও ভুলে যান নি যে, ঈশ্বরের নিয়মাবলী, মানুষের জন্য তাঁর ভালবাসার অন্তর থেকেই উৎসারিত হয়েছে। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করাই হল, শাস্ত্রে ঈশ্বরের নিয়মাবলীর প্রকৃত অভিপ্রায়। ঈশ্বর চান আমরা যতটা সম্ভব ভালভাবে সেগুলি লাভ করব। এই কারণেই তিনি তাঁর পবিত্র বাক্য আমাদের দিয়েছেন। তিনি এটা দেখার চেষ্টা করেন না যে, আমাদের একগুচ্ছ নিয়ম দিয়ে, তিনি আমাদের অসুখী করে তুলেছেন। তিনি আমাদের সুখী দেখতে চান। শাস্ত্রে সবসময় ঈশ্বরের প্রতিটি নিয়মের জন্য একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং সেটা শেষ পর্য্যন্ত মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক কারণ ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, ফরীশীরা ঈশ্বরের নিয়মের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বুঝতে পারে নি। তারা ঐসব কোন একটি অংশ থেকে বিচ্যুত হলে বা ভঙ্গ করলে, সেই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে আনন্দ-লাভ করত। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে পিতা ঈশ্বর মোশিকে তাঁর বিধানগুলি প্রদান করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য যীশুর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। যীশু অবিরত এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছিলেন, "কেন ঈশ্বর এই বিধান দিয়েছেন? কি অর্থে ঐসব নিয়ম, মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা ও মানুষের মঙ্গল প্রকাশ করে?"

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিবাহ ও পরিবারের নিয়মগুলির উদ্দেশ্য হল আমরা যেন একটি সুখী, খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক গৃহ গড়ে তুলতে পারি। সৃষ্টির বিবরণে আমরা পাঠ করি যে মানুষের একা থাকা ভাল নয়, আর সেইজন্য ঈশ্বর সেই সঙ্গীহীনকে পরিবারের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন (গীতসংহিতা ৬৮:৬)। তিনি চান না যে আমরা একাকী থাকি। (এ বিষয়ে আরও জ্ঞান লাভের জন্য, এই পুস্তিকার ছয় অধ্যায়টি দেখুন)।

বিবাহ একটি একমেবদ্বিতীয়ম অর্থাৎ স্বতন্ত্র সম্পর্ক

যীশু ও মোশির মতানুসারে বিবাহ শুধুমাত্র ঐশ্বরিক ও স্থায়ী সম্পর্ক নয়, এটি একমেবদ্বিতীয়ম সম্পর্ক হওয়া প্রয়োজন। পুরুষ ও নারীর একত্ব, অন্তত দুদিক থেকে অদ্বিতীয় হতে হবে। মোশি লিখেছিলেন ঃ "এই কারণ মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে

এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে," যীশু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, মোশির সঙ্গে একমত হয়েছিলেন (মথি ১৯:৫)। বিবাহিত দম্পতি পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করবে। এখন এর অর্থ এই নয় যে বিবাহের পরে আপনার পিতামাতার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু এর অর্থ হল এই যে বিবাহের পর আপনারা তাদের গৃহে আর বসবাস করবেন না এবং আপনি যদি স্ত্রীলোক হন, তাহলে আপনার পিতা আর নয়, কিন্তু স্বামীই হবেন আপনার আত্মিক মস্তক স্বরূপ।

আরও এক নিগূঢ় অর্থে বিবাহ অদ্বিতীয় বন্ধন। যীশু বলেছেন বিবাহ, একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে চুক্তি বিশেষ। যে শর্তের উপর ঐ চুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেটি হল, এক অদ্বিতীয় বন্ধন। যখন এই অদ্বিতীয়-বন্ধন ছিন্ন করা হয়, বিবাহ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এটা হওয়া উচিত নয় কিন্তু হতে পারে। ঈশ্বর এমনভাবে বিবাহ সম্পর্কের পরিকল্পনা করেন নি, যাতে কোন একজন তার স্ত্রীর/স্বামীর সঙ্গে বসবাস করবে, অথচ তাদের মধ্যে অদ্বিতীয় বন্ধন থাকবে না। ঈশ্বর আপনাকে সেরূপভাবে জীবনযাপন করতে বলেন নি। যীশু বলেছেন যে, যদি তোমার স্ত্রী/স্বামী তোমার সঙ্গে এক অদ্বিতীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস না করে, তাহলে তুমি ঐ চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করতে পার কারণ বিবাহ হল একমেবদ্বিতীয়ম সম্পর্ক।

একদিন, সমুদ্র তীরের এক হোটেলের একজন কর্মী আমার কাছে এসেছিল - আমি ঐ হোটেলের কাছে একটি স্থানের পুরোহিত ছিলাম। গত গ্রীষ্মে সে একটি মেয়েকে দেখেছে এবং তাকে খুবই ভালবেসে ফেলেছে। সারা গ্রীষ্মে, তারা এক অতি উত্তেজক, বিবাহপূর্ব দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। গ্রীষ্মের শেষে মেয়েটি তার কলেজে ফিরে গেছে কিন্তু সে সময় পেলেই, সপ্তাহের শেষে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো। তারপর এক সপ্তাহান্তে সে দেখা করতে এল না। সে ফোনে (দূরভাষে) তাকে বলেছে যে সে আর কখনও তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না।

সে আমার অফিস ঘরে বসেছিল এবং প্রায় কেঁদে ফেলেছিল, যেন তার হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে গেছে। সত্যই তার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল। সবশেষে সে আমাকে বল্‌ল, "আপনি জানেন, এই ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যেখানে আবেগ এত গভীর ও নিবিড়, সেখানে ঐ সম্পর্ক সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন।" সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল যে, সে তার সমস্ত অনুভূতি এমন কিছুতে প্রয়োগ করতে চাই নি, যেখানে নিরাপত্তা নেই - এমন এক সম্পর্ক সে গড়ে তুলতে চাই নি যা দরজার কাছে রেখে দেওয়া একটা ছোট্ট চিঠি বা ফোনের দ্বারা বা একটুকরো চিঠি বা ফোনের সাহায্য ছাড়াই শেষ করে দেওয়া যায়। সে আমার কাছে মোশি ও যীশু প্রদত্ত বিবাহ সম্পর্কের প্রাথমিক পরিকল্পনা জানতে চাইল। তাঁরা ঐ সম্পর্কের যে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এবং যে নিশ্চয়তার কথা সে সুন্দরভাবে বর্ণনা করছে, সেইসব কথা শোনার জন্য সে এখন প্রস্তুত আছে।

বিবাহের ন্যায় নিবিড় এক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি অনিরাপত্তায় ভোগেন, ঈশ্বর তা চান না। এই কারণে যীশু ও মোশি বিবাহ সম্পর্ককে এক অদ্বিতীয় বন্ধন বলে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায় তিন

একত্বের সাতটি সংযোগসূত্র

আফ্রিকার একজন ভক্ত বিশ্বাসী একটি সুন্দর প্রতীকচিহ্ন খোদাই করেছিলেন, যার মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত সম্পর্ক ফুটে উঠেছিল, - যখন তিনি প্রথম দম্পতি সৃষ্টি করে, তাদের 'একাঙ্গ' হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই গুণী বিশ্বাসীর কাষ্ঠ খোদাই-এর মধ্য দিয়ে, স্বামী ও স্ত্রীর একাঙ্গ হওয়ার সাতটি উপায় প্রদর্শিত হয়েছে।

তিনি একখণ্ড কাঠের উপর একজন পুরুষ ও একজন নারীর সুন্দর অবয়ব খোদিত করেছিলেন। তারা পাঁচজোড়া সংযোগ শৃঙ্খলে একসঙ্গে যুক্ত ছিল। যে শৃঙ্খলটি তাদের যুক্ত করেছিল, সেটি আবার উভয়ের মাথার উপর পৃথকভাবে এক একটি সংযোগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই প্রতিটি সংযোগসূত্র, স্বামী ও স্ত্রীর ঈশ্বর অভিপ্রেত একাত্ব হওয়ার দিকটি প্রতিফলিত করছিল। আর তাদের মাথার উপরের সংযোগটি, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ঈশ্বরের আত্মিক সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করছিল। এই দুটি সংযোগের সঙ্গে অন্যান্য সংযোগগুলি সংযুক্ত হয়ে, এটাই পরিস্ফুট করছিল যে, তাদের আত্মিক সম্পর্কই হলো, তাদের একাত্মতার ভিত্তিমূল।

প্রথম সংযোগসূত্রটি ভাব প্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করে - সেটা এমন এক যন্ত্র, যার দ্বারা তাদের একাত্মতার অনুশীলনও বজায় রাখা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় সংযোগটি হল সামঞ্জস্য, যা একাত্বতার প্রমাণস্বরূপ। এই পাঁচটি সংযোগের মধ্যেরটি প্রেমের প্রতিনিধিত্ব করে যা তাদের একাত্বতার চালিকা শক্তি। ভালবাসার সংযোগের পর, আছে আপস-নিষ্পত্তির বা বোঝাপড়ার সংযোগ, যেটি তাদের একাত্বতাবৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। এই যুগ্ম সংযোগের শেষটি তাদের দেহকে এক করে, সেটি হল দৈহিক সম্পর্ক, যা তাদের একত্বতার আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি। এই সমস্ত যুগ্ম সংযোগগুলি, এই বাস্তবতা প্রকাশ করে যে, তাদের একাত্বতার এই বিভিন্নদিকগুলি হল পারস্পরিক অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা দান-প্রতিদানের সম্পর্ক থাকবে। যখন আপনি এই পাঁচটি সংযোগ, তাদের উভয়ের মাথার উপর অবস্থিত সংযোগ দুটির সঙ্গে যোগ করবেন, আপনি একাত্বতার সাতটি সংযোগ দেখতে পাবেন।

বিবাহ ও পরিবারের উপর আমাদের সম্প্রচার, বিবাহের সাতটি দিকের উপর ভিত্তিশীল, যা স্বামী ও স্ত্রীর একাত্বতার সাতটি সংযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। ২ নং পুস্তিকায়, আমি, বিবাহ ও পরিবারের নিয়ম সংক্রান্ত এই যে সম্প্রচার আপনি শুনলেন, তার এক সার-সংক্ষেপ আপনাদের প্রদান করতে চাই।

বাইবেল পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, রাজা শলোমন যখন বলছেন যে "ত্রিগুণ সূত্র সহজে ছিঁড়ে না" (উপদেশক ৪:১২), তখন তিনি বিবাহ সম্পর্কেই মন্তব্য করছেন। তিনটি সূত্র নিয়ে গঠিত একটা দড়ি বা শৃঙ্খল ছিন্ন করা কঠিন কারণ সূত্রগুলি জড়িয়ে থাকে ও দড়িটি অতিশয় শক্ত হয়।

ঈশ্বর যখন একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে একাত্ম হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, যে একাত্বতা ঐশ্বরিক, স্থায়ী ও অদ্বিতীয়, তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে তারা পরস্পরের সঙ্গে এবং তাদের স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকবে। এইভাবেই ঈশ্বর বিবাহের প্রাথমিক নক্সা রচনা করেছিলেন। বাইবেলে একটি সুন্দর রূপক আছে, যেটি আজকের দিনে যিহূদী ছেলেমেয়েদের সমাধিপ্রস্তরে দেখতে পাওয়া যায় ঃ "ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে, আমার প্রভুর প্রাণ জীবন-বোচ্কাতে বদ্ধ" আছে (১ শমূয়েল ২৫:২৯)। আজকের দিনে প্রত্যেক বিবাহের ক্ষেত্রে এই বাক্যটি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করা যায়। শলোমনের ত্রিগুণ সূত্রের এই রূপক, দুজন বিশ্বাসীর বিবাহের প্রতিনিধিত্ব এইভাবে করে : স্বামী, স্ত্রী ও খ্রীষ্ট।

প্রেরিত পৌলের বিবাহ বিষয়ক মহান অধ্যায়ে, তিনি ভক্ত দম্পতিকে এই উপদেশ দিচ্ছেন যে, নিজেদের প্রার্থনা ও উপবাসে নিয়োজিত করার জন্য, তারা অল্পকালের জন্য পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক থাকতে পারে। তিনি প্রকৃতপক্ষে এখানে বিবাহিত দম্পতির দৈহিক সম্পর্কের কথাই বলছেন। তাঁর যুক্তি হল, স্রষ্টার সঙ্গে তাদের আত্মিক একত্বতা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই, তাদের দৈহিক সম্পর্ক ও তাদের একত্ব শক্তিশালী হবে (১ করিন্থীয় ৭:৩-৫)।

আমি দৈহিক ঐক্য সম্পর্কে পরে আলোচনা করব কিন্তু এখন আমি আপনার জীবনের সর্বাপেক্ষা নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদে, পৌল যা বলতে চেয়েছেন, সে সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করব। আপনার স্ত্রী/স্বামীর সঙ্গে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্কই, আপনার জীবনের সর্বাপেক্ষা নিবিড় ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক। পৌল আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়, স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত।

আমরা নিজেদের পৃথক করে, স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরের খুব কাছে আসলে যদি আমাদের বিবাহবন্ধন দৃঢ় হয়, তার অর্থ হল, বিবাহের পরেও আমরা স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। এইভাবে চিন্তা করলে বলা যায় যে, যখন আমরা ঈশ্বরের সামনে বিচারে দাঁড়াব, আমাদের নিজেদের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে, স্ত্রী/স্বামীর জন্য নয়। আমাদের বিচারাসনের সামনে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে নয় কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান হতে হবে। দুইজন বিশ্বাসীর বিবাহ সম্পর্ক ততটাই শক্ত বা দুর্বল হবে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত একত্ব যতটা শক্ত বা দুর্বল। যদি কোন পুরুষের

দৃঢ় বিশ্বাস ও খ্রীষ্টের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকে এবং নারীরও ঠিক তাই থাকে, তখন তাদের মধ্যের এই সাধারণ বিষয়টি নিয়ে তারা যখন একত্রিত হবে, তাদের বিবাহের এক আত্মিক দিক গড়ে উঠবে, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে অতিশয় শক্তিশালী করে তুলবে।

যখন একজন স্বামী ও স্ত্রীর, প্রার্থনা, বাইবেল ও ভক্তিমূলক পাঠের জন্য ব্যক্তিগত নীরব সময় থাকে, সেটি কঠিন সময়ে তাদের সাহায্য করে। কোন কোন সময়, তারা যখন একে অন্যের কোন কথা বা কাজের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু তারা ব্যক্তিগত সময়ে, যখন পুনরায় ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, তারা তখন প্রভুতে ও পরস্পরের প্রতি শান্তিলাভ করে। এরপর যখন তারা সারাদিন ধরে প্রভুর আরও কাছে আসে, ঈশ্বরের প্রতি ও পরস্পরের সঙ্গে তাদের নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যদি আপনারা ব্যক্তিগতভাবে, পরস্পরের প্রতি যতটা কাছে আসতে চান, তা আসতে পারেন না, তাহলে ঈশ্বরের কাছে আসুন। এইভাবেই বিবাহবন্ধন শক্তিশালী করার জন্য একত্বের আত্মিক সংযোগ পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেহেতু স্বামী ও স্ত্রী, প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ আছে, আমি অবশ্যই বলব যে এই আত্মিক সংযোগই বিবাহের ভিত্তিমূল, বাইবেলে ঈশ্বর যার প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রদান করেছেন।

অধ্যায় চার

ভাব বিনিময়ের সংযোগ

যখন কোন দম্পতি তাদের পুরোহিত বা বিবাহ-পরামর্শদাতার সঙ্গে মিলিত হন, যে সমস্যার উপর তারা প্রথম আলোকপাত করেন, সেটি হল ভাববিনিময়ের সমস্যা। তারা প্রায়ই এই পরামর্শদান অধিবেশন এই বলে শুরু করেন যে, "আমাদের মধ্যে কোন ভাববিনিময় হয় না, আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি না।"

ভাববিনিময় বিবাহের এমন একটা দিক, যা দুজনকে একাঙ্গ হতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কারণ এটি এমন এক উপায়, যার দ্বারা তাদের একাত্ম হওয়া সম্ভব হয়। নূতন জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী হিসাবে, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমরা একাত্ম থাকি। ত্রাণকর্তার সঙ্গে একাত্ম হলেই, সবকিছু আপনা থেকে সাধিত হয় না। এটা বজায় রাখতে হয়। অনুশীলন করতে হয়। আর সেইজন্য প্রত্যেক দিন কিছুটা সময় প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে প্রভুর জন্য ব্যয় করতে হয়। অন্য ভাবে বলা যায়, প্রার্থনায় প্রভুর সঙ্গে ভাববিনিময় করে এবং বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর কথা

শুনে, আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পোষণ ও অনুশীলন করতে পারি।

বিবাহের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পোষণ ও অনুশীলন করতে হবে। ভাববিনিময় হল এমন এক অস্ত্র, যার দ্বারা এক দম্পতি তাদের একাত্মতা অনুশীলন ও পোষণ করতে পারে। জীবাণু অন্ধকারে বৃদ্ধি পায় কিন্তু আলোতে বেঁচে থাকতে পারে না। যখন দুজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে না, তাদের মধ্যে নানাবিধ "জীবাণু" গড়ে ওঠে। এইজন্য পৌল আমাদের, "ধূর্ততায় না চলার" উপদেশ দিয়েছেন (২ করিন্থীয় ৪:২)। যখন আমরা অসাধু হই এবং পরস্পরের কাছে নানা বিষয় লুকোবার চেষ্টা করি, আমরা 'জীবাণু'কে অন্ধকারে রাখি। ভাববিনিময়ের সাহায্যে আমরা আমাদের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করি। আর সেটা করলে, আমাদের অনেক 'জীবাণু' মরে যায়। উত্তম ভাববিনিময় দ্বারা, যা মরে যায় না, আমরা তার উল্লেখ করি, কারণ তখন আমরা আমাদের ভাববিনিময়ের "আলোক" দ্বারা, আমাদের একত্ব ভাবের অনুশীলন ও পোষণ করতে পারি।

অভিধানে ভাববিনিময়ের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে, "কথা, অঙ্গভঙ্গি ও অন্যান্য উপায়ে সংবাদাদি, বার্তা ও ধারণার আদানপ্রদান।" এই সংজ্ঞায় ভাববিনিময় সম্পর্কে আমাদের নানা বিষয় বলা হচ্ছে। প্রথমতঃ "ভাব-বিনিময় নেই" — এমন কিছু ঘটতে পারে না। যখন লোকে বলে, "আমাদের মধ্যে ভাববিনিময় নেই" — তখন সেটা প্রকৃত সত্য নয়। আমরা সব সময় ভাববিনিময় করি, পার্থক্য হল, কিভাবে ও কি বিষয়ে ভাববিনিময় করি, কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোন উপায়ে?

এই সংজ্ঞায় আমাদের ভাববিনিময়ের দুটি দিকের কথা আমাদের বলা হচ্ছে ঃ আদান ও প্রদান। জনৈক স্ত্রীলোকে একবার বলেছিলেন, "মনে হয় আমার স্বামী যেন এক রহস্যময় দ্বীপে বাস করছেন এবং আমি কুড়ি বৎসর যাবৎ সেই দ্বীপের চারিদিকে ঘুরছি কিন্তু আমার নৌকা ভিড়াবার জন্য কোন স্থান পাচ্ছি না।"

কল্পনা করুন আপনি ও আপনার স্বামী/স্ত্রী দুটো পৃথক দ্বীপে বাস করছেন এবং আপনারা কেবলমাত্র বেতারের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতে পারেন। বেতারের মাধ্যমে কথা বলার জন্য আপনাদের একজনকে প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করতে হবে এবং অপরজনকে গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় ভাববিনিময় সমস্যা সৃষ্টি হয়, এই কারণে যে, দম্পতির মধ্যে একজন বা উভয়েই তাদের প্রেরকযন্ত্র খুলে, অপরের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন না। আবার অনেক সময় তারা সংবাদ প্রেরণ করলেও, তাদের কথা বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো হয়ে যায়। অন্যদিকে, ভাববিনিময় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, যখন ঐ দম্পতির একজন বা উভয়েই, তাদের গ্রাহক-যন্ত্রটি বন্ধ করে রাখে এবং খোলা রাখলেও, তাদের গ্রাহক যন্ত্র উপযুক্তভাবে কাজ করে না।

অতএব ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে আদান ও প্রদান উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। যখন একটা কচ্ছপ, তার খোলা থেকে বেরিয়ে আসে, আর আপনি যদি তাকে আঘাত করেন, সে তখনই তার খোলার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং বহুক্ষণ আর বার হয়ে আসবে না। আমরা, মানুষেরাও ঠিক এই রকম। কল্পনা করুন, আপনি আপনার স্ত্রীকে/ স্বামীকে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু কথা বলেছেন। যদি সেই কথা তিনি উপযুক্তরূপে গ্রহণ না করেন, আপনি আপনার খোলার মধ্যে ঢুকে যাবেন এবং দীর্ঘ সময়ে আর বার হয়ে আসবেন না।

যদি আপনারা ভাব বিনিময় করতে না পারেন, তাহলে আপনাদের একত্ব অনুশীলন ও পোষণ করার অস্ত্র আপনার কাছে নেই। আপনি আপনার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবেন না।

অবশ্য নাটকীয়ভাবে আপনার কথাবার্তা উন্নত করে, এই অস্ত্র লাভ করা সম্ভব, যেন আপনাদের বিবাহিত জীবনে সেটি কার্য্যকরী হতে পারে।

পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক, যা তাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়, তা একদিন ভেঙ্গে যাবেই কিন্তু বিবাহের মধ্য দিয়ে দুজন মানুষের পরস্পরের কাছে আসে। বিবাহ হল পিরামিডের দুটি পার্শ্বের মত, যা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। একজন স্বামী ও স্ত্রীকে ক্রমশঃ পরস্পরের কাছে, আরও কাছে, আরও কাছে আসতে হবে। আর এর জন্য ভাব বিনিময় আমাদের যে অস্ত্র প্রদান করে, তার সাহায্যেই সেটি সম্ভব হবে. যদি কোন দম্পতির মধ্যে উত্তম ভাববিনিময় না থাকে, তারা সেই অস্ত্রটি লাভ করেন না, যেটি তাদের সম্পর্ক উন্নত করার জন্য, ঈশ্বর কর্তৃক রচিত হয়েছে।

ভাববিনিময় সমস্যা অন্ততঃ দুটিরূ পে সৃষ্টি হতে পারে। একটি রূপ হল বিতর্ক, কোন কোন দম্পতি তর্কবিতর্ক না করে, পাঁচ মিনিটও কথা বলতে পারে না। অন্য রূপটি হল, সম্পূর্ণ বিপরীত — নীরবতা। এখন নীরবতা সব সময় ভাববিনিময়ের সমস্যা সূচনা করে না কিন্তু অনেক সময় করে থাকে। মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির। অনেকে নীরবতায় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাদের কাছে নীরবতা অসুবিধাজনক। আবার অনেকে "নীরব ধরনের", তাদের কথা বলার প্রয়োজন হয় না।

আপনার একজন প্রিয় বন্ধু, আপনার জানা সব থেকে শান্ত মানুষ। একদিন জনৈক মহিলা তাকে বললেন, "আপনাকে খুব বেশী কথা বলতে হয়না তাই না?" আমার বন্ধু বললেন, "জল যখন গভীর তা শান্ত ও নীরব। কিন্তু যখন অগভীর, তা কুলকুল ধ্বনি করে।" আমার বন্ধু ঐ মহিলার প্রতি নির্দয় হন নি। কিন্তু তিনি সহজ ভাবে তাঁর মত প্রকাশ করলেন।

আপনি যদি নীরব বা শান্ত ধরনের একজনকে বিবাহ করেন, তার অর্থ এই নয় যে আপনার ভাববিনিময় সমস্যা আছে। একসঙ্গে হওয়ার অন্যতম সুন্দর উপায় হল, পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকা, যা ভাববিনিময়ের অন্যতম মূল শর্ত। আপনারা একসঙ্গে থেকে এত আরাম পান

যে, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয় না। নীরবতা সব সময় ভাববিনিময় সমস্যা সৃষ্টি করে না।

অবশ্য "নীরব ঘৃণাও" ভাববিনিময়ের আর একরূপ এবং যার অর্থ হতে পারে যে আপনার ভাববিনিময়ের সমস্যা আছে। যদি আপনার স্ত্রী/স্বামী আপনাকে "নীরবে ঘৃণা" করেন, তার অর্থ আপনি তাকে বিপর্যস্ত করেছেন এবং সেইজন্য তিনি আপনার প্রতি নীরবতার ভাব প্রকাশ করছেন। একজন মহিলা, যাঁর স্বামী তাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহাব করতেন, একবার বলেছিলেন, "আপনাকে খুব কাছে গিয়ে শুনতে হবে তিনি কি বলছেন, তা শোনার জন্য।"

আমার কথা, অঙ্গভঙ্গি ও অন্যান্য উপায়ে ভাববিনিময় করতে পারি। সেই অন্যান্য উপায়গুলি হল নীরবতা, বাসনপত্র ছুড়ে ফেলা, সজোরে দরজা বন্ধ করা, এবং দরজায় বা দেওয়ালে ঘুষি মারা। ইতিবাচক দিক হল একটু হাসি, কাঁধের উপর হাত রাখা, আলিঙ্গন করা, চোখের জল ফেলা-এগুলোও ভাববিনিময়। অতএব আপনি দেখছেন, ভাব বিনিময় নেই, এটা হতে পারেনা। অনেক সময় আমরা কথা না বলে, অঙ্গভঙ্গি ও অন্যান্য উপায়ে ভাববিনিময় করি কিন্তু সেই অন্যান্য উপায়গুলিও অন্ততঃ স্পষ্টভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। ফ্রান্সিস এসেসি একবার বলেছিলেন, "সব কিছুতে খ্রীষ্টকে প্রচার কর। যখন একান্ত প্রয়োজন, বাক্য ব্যবহার কর।" ফলপ্রসূ ভাববিনিময়ের জন্য, তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, যাই হোক না কেন, সবসময় বাক্যের প্রয়োজন হয় না।

একবার আমার পরিচিতি একজন অধ্যাপক একটি শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করলেন, যেখানে খুবই চিৎকার, চেঁচামেচি হচ্ছিল। তিনি কক্ষে সামনের দিকে মঞ্চে উঠে, টেবিলের উপর জোরে আঘাত করলেন। মনে হল যেন বন্দুকের শব্দ আর তারপর ছাত্রগণ তৎক্ষনাৎ নীরব হয়ে গেল। তিনি তখন যা প্রদর্শন করেছেন, সেটি ব্যাখ্যা করলেন। বিনিময়ের শতকরা পঞ্চান্নভাগ নির্ভর করে বাক্যের উপর এবং আটত্রিশ শতাংশ প্রকাশিত হয় ঐ বাক্য বলার সময় ব্যবহৃত দৈহিক ভাষার দ্বারা। তিনি বলেছিলেন "আমি চাই সম্পূর্ণ নীরবতা।" সেটা ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যদি লোকে বোঝে যে তিনি কি বলছেন, তাহলে সেটা তাদের উপর বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পরিবর্তে, শ্রেণীকক্ষকে যা শান্ত করেছিলেন, তা হল তাঁর ব্যাক্যের প্রকাশভঙ্গি। তাঁর কণ্ঠস্বর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে তিনি বলেছেন, "আমি এই কক্ষে শৃক্ষলা দেখতে চাই।" আর তাঁর কথা আরও শক্তিশালী হল, যখন তিনি টেবিলে আঘাত করলেন।

সার সংক্ষেপ

সহজভাবে বলা যায় যে শুধু কথার দ্বারা নয় শ্রবণের দ্বারাও ভাব বিনিময় সম্ভব হয়। কি বলা হল, সেটাই ভাববিনিময় নয়, এর জন্য আরও প্রয়োজন কি গ্রহণ করা হল। কি কথা বলা

হল সেটাই ভাববিনিময় নয় কিন্তু অঙ্গভঙ্গি ও অন্যান্য উপায়ের উপর ভিত্তি করে কি অনুভূত হল, সেটাও জানা দরকার। কি বলা হল, সেটাই ভাববিনিময় নয় কিন্তু বুঝতে হবে সামগ্রিক ভাবে কি বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে। ভাববিনিময় শুধু কথার দ্বারাই নয়, কিন্তু অনেক সময় লোকে যা শুনতে চায়, তাঁর উপরেও নির্ভর করে। যা কিছু কথা অঙ্গভঙ্গি ও অন্যান্য উপায়ে প্রকাশিত হয়, সেই সব কিছু গ্রহীতার মধ্যে এক "সামগ্রিক ধারণা" সৃষ্টি করে।

ভাববিনিময়ের বিভিন্ন সমস্যা

বহু বৎসর যাবৎ পুরোহিত হিসাবে, আমি স্বামীস্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছি, "তাদের মধ্যে কখনও ভালো ভাববিনিময় ছিল কিনা?" অব্যতিক্রমীভাবে প্রায় সকলের উত্তর হল, "হ্যাঁ ছিল।" আমি এইসব দম্পতিদের মধ্যে অনেককে একটা কাজ করতে বলেছিলাম। যদি তাদের সমস্যা এই হয় যে তারা আর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না, তাহলে কি কারণে তারা কথা বন্ধ করেছে, তার একটা তালিকা তাদের প্রস্তুত করতে হবে। যদি তাদের সমস্যা এই হয় যে তারা ক্রুদ্ধ না হয়ে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে না, তাহলে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণগুলির একটি তালিকাও প্রস্তুত করতে হবে আমি ঐ সমস্যাগুলির নাম দিয়েছিলাম "ভাববিনিময়-প্রবাহ ভঙ্গকারী।"

বেশ কয়েক বৎসর ধরে আমি সেই তালিকাগুলি সংগ্রহ করে, সেগুলি ভালভাবে পাঠ করলাম। আমি সেই তালিকাগুলির মধ্যে কুড়িটির বেশী একই ভাববিনিময় সমস্যা চিহ্নিত করতে পারলাম। এখানে আমি সেইসব সমস্যার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি, দেখুন এর মধ্যে যদি কোনোটি আপনার পরিচিত মনে হয় ঃ

১। আগ্রহী নয় ঃ একজন স্ত্রী লিখেছেন যে একদিন বিকালে তিনি তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, "বাচ্চাটা আজও তার বুড়ো আঙ্গুল খুঁজে পেয়েছে।" তিনি তাঁর শিশুটির অগ্রগতিতে খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁরপ্রতি কোন মনোযোগ দিলেন না। তিনি মানসিকভাবে একই কাজ করে যেতে থাকলেন বা সংবাদপত্র পাঠ করতে থাকলেন। কোন মানুষই ভাববিনিময় করতে চান না, যখন তাঁরা বোঝেন যে তাঁরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলেছেন। আরও মন্দ হল — না শোনার অর্থ আরও গভীর — আগ্রহ নেই। এটা যেন স্ত্রীলোকটিকে বলেছে, "তোমার প্রতি ও বাচ্চার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই।" তাঁর মতানুসারে, তাঁর স্বামীর এই অনাগ্রহের অর্থ স্বামী তাঁকে ও তাঁদের শিশুটিকে ভালবাসেন না।

২। সূচনার অভাব ঃ মনে রাখবেন, ভাববিনিময় হল ভাবের আদান প্রদান। একদিন একজন স্বামী/স্ত্রী বুঝতে পারলেন, "আমিই সবসময় কথার সূচনা করি। আমাদের ভাববিনিময়ে ওর কোন অবদান নেই ও কেবলমাত্র উত্তর দেয়।" যদি ভাববিনিময় একটা সেতু হয়, তাহলে স্বামী

ও স্ত্রী উভয়কেই অর্ধেক পথ আসতে হবে। যদি তাদের মধ্যে একজন, অনবরত সমস্ত সেতুটা নির্মাণ করে, তাহলে সে নিরুৎসাহ হয়ে যায় এবং ভাববিনিময় করতে চায় না।"

৩। স্বামী/স্ত্রী কলহাপ্রিয় ও বিবাদমান ঃ শলোমন বলেছেন, "ভারী বৃষ্টির দিনে অবিরত বিন্দুপাত, আর বিবাদিনী স্ত্রী, এ উভয়ই সমান" (হিতোপদেশ ২৭:১৫)। বস্তুতঃ পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান কলহপ্রিয় হতে পারেন। কলহপ্রিয় মানুষ তার স্বামী/স্ত্রী সকল প্রস্তাবেই বিরোধিতা করে বা চ্যালেঞ্জ করে। যদি আপনি কোন নূতন ধারণার উদ্ভব করেন, কলহপ্রিয় ব্যক্তি সব সময় তার বিরোধিতা করে। একজন কলহপ্রিয় মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলা খুব কঠিন এবং অনেক সময় প্রায় অসম্ভব।

৪। আপনার স্বামী/স্ত্রীর নির্জনতার প্রয়োজন বোঝার অক্ষমতা ঃ যদি আপনার স্বামীর / স্ত্রী কিছু নির্জনতার প্রয়োজন হয়, তা কিন্তু আপনাদের অন্তরঙ্গতায় কোন প্রভাব বিস্তার করে না। সেরূপ ঘটনায় ভীত হবেন না। মনে রাখবেন, যদিও বিবাহের দ্বারা আপনারা "দুজন এক" হয়েছেন, তথাপি বাস্তব দিক থেকে আপনারা তখনও দুজন মানুষ।

৫। অনেক সময় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ স্বামীস্ত্রীর একজন বা উভয়ের শারীরিক, ভাবগত ও আত্মিক সমস্যার জন্যও ভাববিনিময় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ঃ এই রূপ ক্ষেত্রে, ভাববিনিময়, সমস্যা সম্বন্ধে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ঐসব সমস্যার সমাধান, আত্মিকভাবে শারীরিক ভাবে ও আবেগ অনুসারে, সাধারণতঃ পারস্পরিক সম্পর্কের বাইরে খুঁজে দেখতে হবে।

৬। বিবাহিত দম্পতির সম্পর্ক ও ভাববিনিময়ের উপর শারীরিক (স্বাস্থ্য) সমস্যা নাটকীয় প্রভাব বিস্তার করে ঃ সবসময় মনে রাখবেন, জটিল ভাববিনিময় সমস্যার উৎস, হয়তো কোন শারীরিক সমস্যা। এটি বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে সত্য, যাদের সঙ্গে ভাববিনিময় সব সময়েই খুব কঠিন হয় না। মনস্তাত্বিক সমস্যাও নেতিবাচকভাবে ভাববিনিময়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদি আপনার স্বামী/স্ত্রীর বিশেষ আবেগজনিত বা দৈহিক সমস্যা থাকে, তবে তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

আত্মিক সমাধান

অনেকসময়, মূলগত সমস্যা হল স্বার্থপরতা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন বা উভয়েই অন্যান্য কেন্দ্রিক নয় কিন্তু আত্ম-কেন্দ্রিক। তার সেই জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন না। সেইজন্যই সে অন্যের কথা শোনে না। যেখানে সমস্যা হল স্বার্থপরতা, সেখানে সমাধান হল, নিঃস্বার্থপরতা। সেই সোনালি বিধিই এর একমাত্র সমাধান। যীশু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, "তোমরা যাহা ইচ্ছা

কর যে লোকে তোমাদের প্রতি করুক, তোমারও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও" (মথি৭:১২)। যীশুর এই মহান শিক্ষা বিবাহিত দম্পতির কথাবার্তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে পারে। স্বামী বা স্ত্রী প্রতিজনকেই অন্য কেন্দ্রিক হতে হবে এবং তার জীবনসাথী যে বিষয় আগ্রহী, সে বিষয়ে তাকেও আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে।

ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ভিক্ষা করে, বহু ভাববিনিময় সমস্যা জয় করা যায়। এবিষয়ে আমার অন্যতম প্রিয় পদটি হল, যাকোব ১:৫পদ যেখানে বলা হয়েছে, "যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয় তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক।" বারংবার আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে," কি করতে হবে, আমি জানি না । আমার জ্ঞান প্রয়োজন, যা আমার নেই। তুমি আমাদের যাচ্ঞা করতে বলেছ, তাই আমি প্রার্থনা করছি।" আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, যখন আমরা তাঁর কাছে জ্ঞান যাচ্ঞা করি, তিনি আমাদের জ্ঞান দান করে কত না আনন্দ পান। কাজেই যখন আপনি ভাববিনিময়ের জন্য কিংকতর্ব্য বিমূঢ় হয়ে যান, ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ভিক্ষা করুন।

একজন জটিল মানুষের সঙ্গে কি ভাবে ভাববিনিময় করা যায়

শাস্ত্রের আর একটি পরিচ্ছদে, জটিল ভাববিনিময় সমস্যার পৌলের এই পরামর্শ শ্রবণ করুন ঃ "মূঢ় ও অজ্ঞান বিতন্ডা সকল অস্বীকার কর; তুমি জান, এসকল যুদ্ধ উৎপন্ন করে। আর যুদ্ধ করা প্রভুর দাসের উপযুক্ত নহে; কিন্তু সকলের প্রতি কোমল, শিক্ষাদানে নিপুণ, সহনশীল হওয়া এবং মৃদুভাবে বিরোধিগণকে শাসন করা তাহার উচিত;হয়তো ঈশ্বর তাহাদিগকে মনপরিবর্তন দান করিবেন, যেন তাহার তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার ইচ্ছা সাধনের নিমিত্ত প্রভুর দাসের দ্বারা দিয়াবলের ফাঁদ হইতে জীবনার্থে ধৃত হইয়া চেতনা পাইয়া বাঁচে" (২তীমথিয় ২:২৩-২৬)।

যদি আপনার স্ত্রী/স্বামী একজন জটিল মানুষ হয়, তাহলে হয়তো শয়তান তাঁকে বন্দি করেছে। তারা শয়তানের অন্ধকার কারাগারে আছে এবং আপনি তাকে উদ্ধার করতে পারছেন না। একমাত্র ঈশ্বরই তাদের মুক্ত করতে পারেন।

কিন্তু এখানে আত্মার যে ফল আপনি বজায় রাখতে পারেন, সেই কথা বলা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আত্মার তিনটি ফলের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ কোমলতা, সহনশীলতা ও মৃদুশীলতা। যদি আপনার মধ্যে পবিত্র আত্মার ফলগুলি থাকে, তবে আপনাকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য ঈশ্বরের প্রতি আপনার দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং শয়তানের প্রতি আপনার দরজা বন্ধ থাকবে। এটি আপনাকে অপরের মনোযোগ আকর্ষণের সুযোগ দেবে এবং শেষ পর্য্যন্ত আপনার স্ত্রী/স্বামীর সম্মুখে সত্য আনয়ন করবে যা তাকে মুক্ত করবে। পৌল বিশেষ জোরের সঙ্গে ঈশ্বরের দাসকে (আপনাকে) সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, আপনি কখনও যুদ্ধ বা তর্ক বিতর্ক করবেন না। কারণ তা ঈশ্বরের জন্য দরজা বন্ধ করে এবং শয়তানের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

যখন আপনি প্রার্থনা সহকারে, ভাববিনিময়ের জন্য পৌলের এই নিদান জটিল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, তখন সবসময় আপনি মনে রাখবেন, আপনারও ঐরূপ একজন জটিল মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। মথি ৭:৫ পদে যীশু বলেছেন, "আগে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।" চোখের মধ্যে কড়িকাট বা কাঠের টুকরো থাকলে, আপনার অন্ধ হয়ে যেতে পারি এবং তখন আমাদের পক্ষে এটা অনুভব করা অসম্ভব হয় যে, আমরাও এই পরিচ্ছেদে পৌল বর্ণিত জটিল ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যেতে পারি।

বিশেষতঃ যখন আপনার স্ত্রীর /স্বামীর কোন মানসিক বা শারীরিক সমস্যা থাকে, তখন বাইবেল সম্মত আর একটি সমাধান হল, সেই প্রার্থনা করা, যীশু যেটি ক্রুশের উপর থেকে করেছিলেন, "পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না" (লূক ২৩:২৪)। একবার চিন্তা করুন, ক্রুশোরোপিত যীশুর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকালেও , তাঁর শত্রুদের জন্য এই প্রার্থনা করছেন। যদি যীশু তাঁর শত্রুদের জন্য এই প্রার্থনা করতে পারেন, আপনি কি আপনার স্ত্রীর/স্বামীর জন্য সেই প্রার্থনা করতে পারেন না? যদি তাদের মানসিক বা শারীরিক সমস্যার জন্য তাঁরা যা করে, তার জন্য তাঁরা দায়ী থাকেন না, তাহলে যীশুর এই প্রার্থনা, তাদের জন্য প্রার্থনা করে, আপনি কি অসাধারণ কাজই না করতে পারবেন।

পারিবারিক ভাববিনিময়

যদি আপনার ও আপনার স্ত্রী/স্বামী সন্তানাদি থাকে, তাহলে ভাববিনিময়ের বিষয়টি আপনাদের দুজনার থেকে, আরও বড় হয়ে যায়। আপনার পরিবারের বহু "ভাববিনিময় সংযোগ" আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং প্রতিটির জন্য সময় দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্বামী ও স্ত্রীর ভাববিনিময়, আপনার পরিবারের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভাববিনিময়। আর একটি হল পিতা ও মাতা, যেটিকে আমি "বোর্ড মিটিং" রূপে বর্ণনা করতে চাই। আপনি নিশ্চয় এই দুটি ভাববিনিময়কে সব থেকে বেশী প্রাধান্য দেবেন। যথেষ্ট সময় নিয়ে স্বামী ও স্ত্রী রূপে ভাববিনিময় করতে হবে এবং পিতামাতা রূপে ভাববিনিময়ের জন্যও কিছু সময় পৃথক করে রাখতে হবে।

এছাড়া পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে নানাবিধ ভাববিনিময়ের সংযোগও থাকে। কোন কোন সময়, আপনাকে সময় ও স্থান নির্বাচন করে, প্রত্যেক সন্তানদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার উপর প্রধান্য দিতে হবে। আর অন্য সময়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে ভাববিনিময় করতে হবে। আর পিতামাতা ছাড়া জ্ঞাতিদের ভাববিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে যাবেন না। আমাদের গৃহে আমি আমার স্ত্রী যখন ছেলেমেদের নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুনি, আমি সেটাকে বলি , "জ্ঞাতিদের কোলাহল" এবং সেটা আমাদের কাছে বাজনার ন্যায় মনে হয়।

জীবনচক্র

কল্পনা করুন একটা পিঠে তিনটে অংশে কাটা হয়েছে। প্রতিটি অংশ, আপনার দাম্পত্য জীবনের-সন্তানসহ, এক তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে। স্বাভাবিক জীবনচক্রে, আমরা আমাদের জীবনের একতৃতীয়াংশে আমাদের পিতামাতার দ্বারা প্রতিপালিত হই। পরের এক-তৃতীয়াংশে আমরা স্বামীস্ত্রী, আমাদের সন্তানদের প্রতিপালন করি এবং শেষ একতৃতীয়াংশ হল, "শূন্য নীড়", যখন সন্তানেরা আমাদের গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়। এর অর্থ জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ আমরা স্বামীস্ত্রী একসঙ্গে বাস করি। অতএব ভাববিনিময় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের স্বামী বা স্ত্রীর উপরেই প্রাধান্য দিতে হবে কারণ সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে চলে যাওয়ার পরও বহুদিন আমাদের এই ভাববিনিময় করে যেতে হবে। আরও এক কারণে-আমাদের এই ভাববিনিময়ের উপর প্রাধান্য দিতে হবে কারণ যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়, আমাদের অন্যান্য সম্পর্কগুলিও অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক পিতামাতা সন্তানদের প্রথম স্থানে রেখে ভুল করেন। যদি তাঁরা নিজেদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পরকে অবহেলা করেন, তাদের নীড় যখন শূন্য হয়ে যাবে, তারা বুঝবেন যে তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এটা খুবই দুঃখজনক যে ঐ সময় যখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় কারণ পিতা ও মাতা ভুলে যান যে, তাঁরাও একদিন স্বামী ও স্ত্রী ছিলেন। ভাববিনিময় আপনাদের এমন এক অস্ত্র প্রদান করে, যার দ্বারা আপনারা আপনাদের গৃহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটি শক্তিশালী করতে পারেন।

অধ্যায় পাঁচ

সামঞ্জস্য রক্ষার সংযোগ

সামঞ্জস্য হল, স্বামী ও স্ত্রীর জন্য ঈশ্বরের রচিত একত্বের প্রমাণ। অনেকে সামঞ্জস্য রক্ষার ধারণাটিকে দৈহিক সামঞ্জস্য বা অনুরাগ বলে মনে করে। দৈহিক সামঞ্জস্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সামঞ্জস্য শুধুমাত্র রসায়ন নয়, এটি আমাদের মূল্যবোধের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। আপনার মূল্যবোধ কি সামঞ্জস্যপূর্ণ? এইখানেই বিবাহের অসুবিধা দেখা যায়। অনেক সময় যুবক, যুবতীরা বিবাহ করে, কিন্তু তারা আত্মিক সামঞ্জস্য বিষয়ে কোন কথাই বলে না। বিবাহের পর তারা আবিষ্কার করে যে, তাদের আত্মিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কোন সামঞ্জস্য নেই।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গর্ভবতী হওয়ার পর জনৈক যুবতী স্ত্রীকে তার স্বামী

গর্ভপাত করতে বললেন। সে বলল, "আমি তা করতে পারবো না। এটা আমার বিশ্বাসের পরিপন্থী।" তার স্বামী উত্তর দিল, "আমাদের সমস্যায় তোমার বিশ্বাস কি করবে? এখন আমাদের পক্ষে একটি শিশুকে লালনপালন করা সম্ভব নয়। তুমি গর্ভপাত কর।" শেষ পর্য্যন্ত তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল। মূল্যবোধ আখ্যার আর একটি ক্ষেত্র হল, স্বামী ও স্ত্রীর উপযুক্ত ভূমিকা, যারজন্য আজকের দিনে প্রায়ই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে, এটা একান্তভাবে প্রয়োজন যে স্বামী ও স্ত্রী, তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে, একমত হবেন।

আপনি যাকে বিবাহ করেছেন, তার মূল্যবোধের সঙ্গে আপনাকে অবশ্যই সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। যদি আপনারা উভয়েই খ্রীষ্টে একাত্ম থাকেন এবং আপনাদের মূল্যবোধ ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তিশীল থাকে, তাহলে আপনাকে প্রদত্ত সামঞ্জস্য বিষয়ে চিন্তা করুন। আপনার আত্মিক সামঞ্জস্যেই হবে সেই ভিত্তিমূল, যা আপনাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনাদের দুজনারই ভূমিকা ও দায়িত্বশীলতা বুঝিয়ে দেবে। আপনার আত্মিক ভিত্তিই আপনাদের আত্মিক ও নৈতিক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা প্রদান করবে- কিভাবে আপনারা নিজেদের সময় ও অর্থ ব্যয় করবেন, আপনারা দুজনেই সন্তানদের জন্য ও আপনাদের যৌথ জীবনের জন্য কি করতে চান।

সামঞ্জস্য শব্দটির ইতিহাস খোঁজার জন্য আমাদের সেই সময়ে ফিরে যেতে হবে, যখন মানুষ জীবন পথ সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেছিল। সামঞ্জস্য শব্দটি দুটো শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে- যার অর্থ "একসঙ্গে" এবং "সহ্য করা"। কয়েক বৎসর পূর্বে দুজন মানুষ বিবাহের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল, যখন তারা "একসঙ্গে সবকিচ্ছু সহ্য করার" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এটাকে জীবনের প্রতি প্রকৃতই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে হলেও, এটাই কিন্তু বাস্তব। পূর্বকালে জীবন ছিল খুবই কঠিন। আপনি কি কখনও কোন প্রাচীন মণ্ডলীর সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছেন, আপনি কি দেখেছেন কত সমাধিপ্রস্তরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাম উৎকীর্ণ করা আছে? আগেকার দিনে পরিবার অনেক বৃহৎ হতো। আর এর একটা কারণ হল, তারা জানতেন যে তাদের যদি দশটি সন্তান থাকে, তবে হয়তো পাঁচজন জীবিত থাকবে।

একটি পরিবারে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভাববিনিময় সম্পর্কের অন্যতম কারণ হল তাদের পারস্পারিক সামঞ্জস্য। যদি আপনারা একজন সন্তানকে হারান, তবে উভয়কেই সেই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সব দুঃখযন্ত্রণা একসঙ্গে ভোগ করতে হয়। কিন্তু যখন আপনি স্ত্রীকে /স্বামীকে হারান, আপনি একাই যন্ত্রণা ভোগ করেন। আমি বহু বিবাহিত ভক্ত দম্পতিকে এই কথা সমর্থন করতে শুনেছি যে, যখন তারা প্রভুর সঙ্গে ও স্ত্রী / স্বামীর সঙ্গে সঠিকভাবে অবস্থান করেন, তারা যে কোন ক্লেশ বহন করতে পারেন। এটাই হল 'সামঞ্জস্য' শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থের, একটি সংক্ষিপ্ত উত্তম ভাষান্তর।

অবশ্য আজকের দিনে স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই শব্দটির প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করি, যেটি হল, "দুজন মানুষ পরস্পরের জন্য সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত।" তাদের একই ধরনের ব্যক্তিত্ব, মূলবোধ ও উদ্দেশ্য থাকে। বিবাহের পর মানুষ বুঝতে পারে যে প্রত্যেক মানুষেরই একাধিক সামর্থ্য ও দুর্বলতা আছে। অবশ্য বিবাহের প্রথম দিকে দুর্বলতাগুলি সাধারণতঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠে না। কিন্তু কিছুদিন বিবাহিত জীবন কাটানোর পর, তারা তাদের সামর্থ্য ও দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেন। দুঃখের বিষয় এই যে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে অনেক বিবাহিত মানুষ, আজকের দিনে এই সিদ্ধান্ত নেন যে, "আমি বিশ্বাস করি, আর আমাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই এবং আমি এমন একজনকে পেয়েছি যার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি।"

আজকালকার দিনে বিবাহ বিচ্ছেদ অতি সাধারণ ঘটনা কেননা আজকের সমাজে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়ার ভিত্তি হল, অসামঞ্জস্যতা। প্রকৃতপক্ষে কারণ দেখান হয়। বাইবেলে বিবাহ বিচ্ছেদের স্বপক্ষে একটি মাত্র কারণ দেখান হয়েছে এবং সেটি অসামঞ্জস্যতা নয়। সেটি হল ব্যাভিচার। আমি যে কথা পূর্বেই বলেছি, বিবাহ চুক্তির একটি শর্ত আছে এবং সেই শর্তটি হল- একমেবদ্বিতীয়ম্। এই শর্তের অর্থ হল, এই বিবাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ঈশ্বর কখনই চান না যে, আমরা এমন একজনের সঙ্গে সম্পর্কিত হবো, যে একান্তভাবে আমাদের সঙ্গে জীবনযাপন করে না।

স্বীকৃতি দান

সামঞ্জস্য বিষয়টি অনুধাবনের জন্য, আমাদের স্বীকৃতির ধারণাও তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রী / স্বামী সম্পর্কে এমন অনেক কিছু থাকে, যা আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে। তাঁকে হয়তো পরিবর্তন করা যাবে না। অনেক মানুষ অতি সরল, তারা মনে করেন বিবাহের পর, তারা তাদের সাথীর অপচ্ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তন করতে পারবেন। বিশেষতঃ মেয়েরাই এই দোষে দোষী। তাঁরা অতি সরলভাবে চিন্তা করেন, "ওকে বিবাহ করার পর আমি যেমন চাই, ঠিক তেমনভাবে ওকে পরিবর্তিত করে নেব।" কিন্তু এটা অপরিণত চিন্তা। বিবাহের পর তিনি তাঁর বিবাহিত স্বামী বা স্ত্রী হতে থাকেন কিন্তু একজন পরিবর্তিত মানুষ হয়ে যান না।

যে সব মানুষ মনে করে যে তারা নিজেদের পরিবর্তিত করতে পারে, শাস্ত্রে তাদের কৌতুক করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যিরমিয় ভাববাদী জিজ্ঞাসা করেছেনঃ "কুশীয় কি আপন ত্বক, কিম্বা চিতাবাঘ কি আপন চিত্রবিচিত্র পরিবর্তন করিতে পারে? তাহা হইলে দুষ্কর্ম অভ্যাস করিয়াছ যে তোমরা, তোমরাও সৎকর্ম করিতে পারিবে" (যিরমিয় ১৩:২৩)। বাইবেলে পরিবর্তন সম্পর্কে অতি বাস্তব কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু বাইবেলে আমাদের কয়েকটি শর্ত পালনের কথা বলা হয়েছে এবং তারপর ঈশ্বর আমাদের পরিবর্তন করতে পারেন। যদি আপনি একান্তভাবে পরিবর্তিত হতে চান বা আপনার স্বামী / স্ত্রীর পরিবর্তন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হন, তাহলে আপনার জন্য বা আপনার স্বামীর / স্ত্রীর জন্য একমাত্র উপায় হল, "নূতন জন্ম" লাভ করা। এই নূতন জন্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পরিবর্তিত করতে পারেন এবং খ্রীষ্টে আমাদের নূতন সৃষ্টিতে পরিণত করতে পারেন (২ করিন্থীয় ৫:১৭)।

একমাত্র এটি সেই ব্যতিক্রম ছাড়া লোকে পরিবর্তিত হয় না। আপনার স্ত্রী / এবং স্বামীকে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন, এ এক অপরিণত চিন্তা এবং আরও অপরিণত চিন্তা হল, আপনার জীবনসাথী পরিবির্তত হলেই, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অচিরেই আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি নিজেকে শুধুমাত্র আর একগুচ্ছ সামর্থ্য ও দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যদি আপনি আপনার জীবন সাথীর সামর্থ্য ও দুর্বলতা স্বীকার করে নেওয়ার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, তবে সেটাই হবে পরিণত চিন্তা।

যদি আপনি বিবাহিত দম্পতি হিসাবে আপনার সামঞ্জস্য সাধনের বিষয় বিবেচনা করেন তাহলে নেতিবাচক বা অসামঞ্জস্য বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করবেন না। এই ধরনের নেতিবাচক ধারণা বিবাহ সম্পর্ক ধবংস করে দিতে পারে। পরিবর্তে আপনার সামঞ্জস্যের ইতিবাচক দিকগুলিতে আলোকপাত করুন। উনিশ বৎসর বয়সে একজন যুবক নূতন জন্ম লাভ করেন। যে জ্ঞানী পুরোহিত তাকে যীশুর প্রতি পরিচালিত করেছিলেন, যখন তাঁকে সেই যুবক বললেন যে, দৈহিক সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে তাঁর কিছু অসুবিধা হচ্ছে, পুরোহিত তাঁকে কিছু ভাল উপদেশ দিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "ঈশ্বর তোমাকে একজন স্ত্রী দিয়েছেন এবং সেটাই তোমার দৈহিক সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে চরমতম সমাধান।"

নূতন বিশ্বাসী উত্তর দিলেন, "কি ভাবে আমি বুঝবো যে কখন আমি স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব?" পুরোহিত বললেন, "এস আমি তোমাকে বলছি। একটুকরো কাগজ নাও এবং কাগজটার ঠিক মধ্যস্থানে, উপর থেকে নিচ পর্য্যন্ত একটা রেখা টান। ঐ রেখার বামদিকে, তোমার স্ত্রীর মধ্যে তুমি যেসব আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিগত, শারীরিক প্রভৃতি গুণাবলি পেতে চাও, তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর। তারপর ঐ রেখার ডানদিকে, একজন নারী, পুরুষের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি দেখতে চায় বলে তুমি মনে কর, তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর। খুবই যত্ন সহকারে ঐ তালিকাটি লক্ষ্য করে, নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, "আমি কি ঐ ধরনের পুরুষ?" যদি তুমি তা না হও, তাহলে বুঝতেই পারছো, তোমার আদর্শ নারীর জন্য অপেক্ষা করার কালে ও প্রার্থনা করার সময়ে তোমাকে কি করতে হবে।"

যদি আপনি ঐ একই ধরনের তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহলে আপনি তাকে দেখে,

আপনার স্ত্রী/স্বামীকে চিনতে পারবেন কারণ আপনি তখন জানেন যে কি ধরনের জীবনসাথীর অন্বেষণ আপনি করছেন। আমিও এরূপ করেছিলাম। আমি আমার তালিকা প্রস্তুত করে, সেটি মুখস্থ করেছিলাম। যখন আমি আমার স্ত্রীকে প্রথম দেখলাম, আমি তৎক্ষণাৎ তাকে প্রস্তাব করতে পারতাম কিন্তু আমি দ্বিতীয় দিনের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম কারণ আমি চাই নি যে সে আমাকে খুবই ব্যগ্র বলে মনে করুক। হয়তো যখন প্রথম আপনার স্ত্রীর/স্বামীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল, আক্ষরিক অর্থে তখন আপনার হাতে ঐ তালিকা দুটি ছিল না, কিন্তু নীতিগতভাবে আপনি একই কাজ করেছিলেন।

বিবাহের পর নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, "সর্ব প্রথম আমার স্ত্রী/স্বামীর কি কি গুণাবলী আমাকে আকর্ষণ করেছিল, যার জন্য আমি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম?" অনেক সময় বিবাহের বেশ কিছুদিন পরে, মানুষ ভুলেই যায়, তারা স্ত্রী / স্বামীর কি গুণাবলী দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এখন আপনি তারমধ্যে কি কি গুণ দেখতে চাইছেন? সেইসব গুণের মধ্যে কতগুলি গুণ এখনও তার মধ্যে আছে?" তারপর নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: "আপনার যে গুণাবলি তিনি পছন্দ করেন, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করুন এবং তাঁর যে গুণগুলি আপনি পচ্ছন্দ করেন, তারও একটা তালিকা প্রস্তুত করুন।

ডঃ ডিক উডওর্য়াডকে তাঁর কন্যা একটা অতিসুন্দর পালিশ করা পাথর দিয়েছিল, যেটি তিনি কাগজপত্র চাপা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতেন। এই সুন্দর পাথরটির উপরে এই প্রশ্নটি লেখা ছিল: "যদি তুমি যতটা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ছিলে, ততটা আর না থাক....." তারপর সেই পাথরের নিচের দিকে দুটি শব্দ লেখা ছিল-"কে এগিয়ে যাবে?"

এখন আপনার ও আপনার স্ত্রীর/স্বামীর সম্পর্কে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন। যদি আপনি তাঁর যতটা সান্নিধ্যে ছিলেন, এখন তা না থাকেন, কে অগ্রসর হবেন? আপনি কি অগ্রসর হবেন? আপনার স্ত্রী/স্বামী কি এগিয়ে আসবেন? কখনও ভুলে যাবেন না, কোন গুণাবলি সর্বপ্রথম আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে করেছিল।

সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষেত্র

আপনাকে আপনার পুর্বের "সামঞ্জস্যবিধান তালিকায়" আলোকপাতে সাহায্য করার জন্য, আসুন আমরা সামঞ্জস্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

প্রথমটি হল দৈহিক সামঞ্জস্য। একটি উত্তম বিবাহে, দৈহিকসম্পর্ক যদি ঈশ্বর রচিত সম্পর্কের ন্যায় হয়, তাহলে সম্পর্কের শতকরা দশভাগ দৈহিকসম্পর্কের বিষয়ক। কিন্তু যদি সেটা ঈশ্বর রচিত না হয়, তবে দৈহিকসমস্যা, সমস্যার শতকরা নববইভাগ দখল করে। অতএব দৈহিক অসামঞ্জস্য কতটা? যদি কিছু থাকে, তাহলে যদি আপনি আত্ম-কেন্দ্রিক না হয়ে

স্ত্রী/স্বামীকেন্দ্রিক হন বা যদি অন্যজনকে এবং তাদের পরিতৃপ্তিকে সম্পর্কের কেন্দ্রস্থলে রাখেন, তাহলে সমস্যার অনেকটা সমাধান করা সম্ভবপর হবে।

মূল্যবোধও সামঞ্জস্যবিধানের অর্ন্তভুক্ত। অভিধানে বলা হয়েছে, মূল্য হল, কোন জিনিসের সেই গুণ, যার দ্বারা আমরা সেই জিনিসটিকে অধিক বা স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয়, লাভজনক বলে মনে করি এবং সেইজন্য সেটির আকাঙ্খা করি।" প্রত্যেকেরই মূল্যবোধ আছে আমরা সেটা বিশ্লেষণ করতে পারি বা না পারি। যখন দুজন নরনারীর বিবাহ হয়, এই ক্ষেত্রে তাদের অসামঞ্জস্য স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আমাদের মূল্যবোধ নানা বিষয় স্থির করে, যেমন কিভাবে আমরা সময় অতিবাহিত করব। এ বিষয়ে কি কখনও আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী/স্বামীর মনোমালিন্য হয়েছে?

কিভাবে আমরা অর্থ ব্যয় করব, সেটাও আমাদের মূল্যবোধ দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা আমাদের সময় কিভাবে অতিবাহিত করি, তা আমাদের অর্থ ও ধনসম্পদ দ্বারা প্রতিফলিত হয়। অতএব, যখন আমরা আমাদের অর্থ ব্যয় করি, এক অর্থে সেটি, আমরা কিভাবে জীবন অতিবাহিত করছি, সেটাও বুঝিয়ে দেয়। আপনার ও আপনার স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে টাকা পয়সার ব্যাপারে কি কখনও মতপার্থক্য হয়েছে? যখন কোন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে তাদের টাকা পয়সা ব্যয়ের ব্যাপারে মত পার্থক্য হয়, তখন যে চিত্র ফুটে উঠে, সেটাই তাদের অসামঞ্জস্যের সঠিক কারণ হতে পারে।

কিভাবে আপনারা আপনাদের সন্তানদের প্রতিপালন করবেন, তার মধ্য দিয়েও আপনাদের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় এবং আপনাদের সামঞ্জস্য পরিমাপ করা যায়। আপনারা একসঙ্গে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান করুনঃ "আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য কি চাই? আমরা সন্তানদের জন্য কিরূপ পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই? কিভাবে আমরা সন্তানদের শাসন করব?" স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান কালে, যদি তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাহলে তাদের মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে। সামঞ্জস্যের সর্বশেষ ক্ষেত্র, যেটি আজকের দিনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল, পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা। আপনি স্বামী ও পিতার ভূমিকা কিভাবে দেখবেন? আপনি স্ত্রী ও মাতার ভূমিকাও কিভাবে লক্ষ্য-করবেন? আপনি যখন আপনার ভূমিকা ব্যাখ্যা করবেন, আমি আপনাকে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই ঃ আপনি কি আপনার ভূমিকার সংজ্ঞা সংস্কৃতি থেকে অথবা শাস্ত্র থেকে গ্রহণ করছেন? যদি আপনি আপনার ভূমিকার সংজ্ঞা সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার বিবাহিত জীবন ও পরিবার কিভাবে চলছে?

যদি আপনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর বিবাহ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাথমিক পরিকল্পনাও করেছিলেন, তাহলে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকার সংজ্ঞা শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত

আছে। স্মরণে রাখবেন, যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা বিবাহ ও পরিবারের এই পাঠ আরম্ভ করেছিলাম -আর সেটি হল, বিবাহ ও পরিবার জীবনের নিয়ম, যা ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী রূপে সৃষ্টি করার কালে স্থাপন করেছিলেন। কিভাবে দম্পতি ও পরিবারগুলি কাজ করবে, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর বাক্যে একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রদান করেছেন। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য, তাহলে এই ভূমিকার সংজ্ঞা লাভের জন্য, আপনাকে শাস্ত্রের ঐশ্বরিক পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। যদি স্বামী ও স্ত্রী তাদের ভূমিকার সংজ্ঞা, ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকে লাভ করতে একমত হন, তাহলে তারা সামঞ্জস্য লাভের জন্য মহাশক্তি প্রাপ্ত হবেন।

বাইবেল সম্মত ভূমিকা

বিবাহিত জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা বিষয়টি, আজকের দিনে আর একটি বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন করে, যেটাকে আমরা "সংস্কৃতি হতে বিতর্ক" বলতে পারি। লোকে বলে যে বাইবেলের এক একটা নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ আজকের দিনে প্রয়োগ করা যায় না কারণ যে সংস্কৃতিতে বাইবেল লেখা হয়েছিল, সেটা পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংস্কৃতির বিষয়টি শাস্ত্রে যে সত্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেটিকে বাতিল করে দেয়।

একথা সত্য যে, অনেক অনুচ্ছেদ, সংস্কৃতির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়, যেমন প্রথম করিন্থীয় ১১ অধ্যায়, যেখানে পৌল বলেছেন, যদি কোন নারীর চুল, ছোট করে কাটা থাকে, তাহলে তা প্রমাণ করে সেই নারী একজন বেশ্যা, অতএব খ্রীষ্টে অনুরক্ত নারী মাথায় লম্বা চুল রাখবে। কিন্তু যে সংস্কৃতিতে এই প্রথা নেই, সেখানে নারীর চুলের দৈর্ঘ্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না।

কিন্তু বাইবেলের অনেক অনুচ্ছেদ "সংস্কৃতির উর্দ্ধে", এর অর্থ হল, যেখানে সেগুলি লিখিত হয়েছে, সেখানকার সংস্কৃতির আলোকে সেগুলি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের শাস্ত্র দ্বারা সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে হবে, কিন্তু সংস্কৃতি দ্বারা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা চলে না। ঐশ্বরিক সংস্কৃতি স্থাপনের জন্য শাস্ত্র প্রদত্ত হয়েছিল। আদিপুস্তক এই ধরনের একটি পুস্তক, যেখানে ঈশ্বর নারীকে পুরুষের সাহায্যকারিণী বা পরিপূরকরূপে সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ। পুরুষকে সম্পূর্ণ করতে না পারলে, নারীও অসম্পূর্ণ। পুরুষ ও নারী একসঙ্গে যুক্ত হলে, তাদের বলা হয় "আদম" (আদমীয়েরা নয়)।

পুরুষের যা হওয়া প্রয়োজন, স্ত্রী ব্যতীত, সে তার অংশমাত্র হতে পারে। আবার স্বামী ব্যতীত নারী অবশ্যই অসম্পূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বর ঐ দুজনকে এক সঙ্গে করেন এবং তারা এক সম্পূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এটাই হল স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা বিষয়ে বাইবেলের অতি-সাংস্কৃতিক মতবাদ (সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত নয়)।

আদর্শ বিবাহ সম্পর্কে পিতরের অভিমত

প্রেরিত পিতর লিখিত প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আর একটি "অতি সাংস্কৃতিক" অনুচ্ছেদ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব অধ্যায়ে পিতর বলেছেন যে, বিশ্বাসী হওয়ার পূর্বে আমরা যেন বিপথগামী মেষের ন্যায় থাকি, "কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছ" (২:২৫)।

তারপর তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে স্ত্রীলোকদের কিছু উপদেশ দিয়েছেন, যাদের স্বামীরা বাক্যের বাধ্য নয়। তিনি লিখেছেন ঃ "তদ্রূপ, যে ভার্য্যা সকল, তোমরা আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হও; যেন কেহ কেহ যদিও বাক্যের অবাধ্য হয়.....তখন বাক্য বিহীনে, আপন আপন ভার্য্যার আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করা হয়" (৩:১, ২)। স্বামীদের তিনি লিখেছেন ঃ "তদ্রূপ, হে স্বামীগণ, স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র বলিয়া তাহাদের সহিত জ্ঞানপূর্বক বাস কর, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী জানিয়া সমাদর কর; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়" (৩:৭)।

১ ও ৭ পদের মূল শব্দটি হল, 'তদ্রূপ'। কি ভাবে? পিতর নির্দেশ দিচ্ছেন, "তোমাদের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষ।" পিতর ও পৌল উভয়েই, তাঁদের লেখায়, একইভাবে স্বামী ও স্ত্রীর আদর্শ প্রদান করেছেন। আর সেই আদর্শ হল খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলী।

পিতর খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর প্রতি নির্দেশ করে, স্বামী ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছেন, "তোমরা স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকার জন্য, ঈশ্বরের অতি-সাংস্কৃতিক পরিকল্পনাটি দেখতে ইচ্ছুক? তাহলে খ্রীষ্ট যে ভাবে মণ্ডলীকে পালন করেন, লক্ষ্য কর। স্বামীগণ, খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর পালক, তোমরাও তেমনি তোমাদের স্ত্রীদের পালক হও। স্ত্রীগণ, তোমরা কি স্ত্রী হিসাবে তোমাদের ভূমিকা জানতে চাও? তাহলে খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর এই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দাও। তোমার স্বামী যেমন তোমার পালক, তিনি তোমার খ্রীষ্ট স্বরূপ, মণ্ডলী খ্রীষ্টের কাছে যেরূপ, তোমার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তুমিও সেইরূপ হও।"

এই মূলভাব নিয়ে পিতর এই অনুচ্ছেদটি লিখেছেন। তিনি বিশেষভাবে লিখছেন ঃ "স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বামীকে তোমাদের প্রতি খ্রীষ্টের ন্যায় হতে দাও। তিনি তোমার পালক হউন। খ্রীষ্ট যেরূপ মণ্ডলীকে ভালবাসেন, তিনিও তোমাকে সেইরূপ ভালবাসুন।" স্ত্রীদের বশীভূত হওয়ার এটাই প্রকৃত অর্থ যে খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর পালক, ঠিক সেইভাবে তাদের স্বামীগণ তাদের পালক হবেন।

আজকের দিনে বহু বিশ্বাসীর বিবাহিত জীবনে এই আদর্শ দেখতে পাওয়া যায় না, তার কারণ হল, এই নয় যে স্ত্রীরা তাদের স্বামীরূপ পালকের বশীভূতা হয় না, যদিও সেই সমস্যাও

থাকতে পারে। বিবাহের এই আদর্শ আজকের দিনে রূপায়িত ও প্রদর্শিত করার প্রাথমিক বাধা হল, স্বামীগণ তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে খ্রীষ্টের ন্যায় ব্যবহার করেন না। তাঁরা তাঁদের, গৃহের পুরোহিত হন না। তারা তাদের স্ত্রী ও পরিবার পরিচালনা এবং পালন করার দায়িত্বও গ্রহণ করেন না।

আদর্শ বিবাহ সম্পর্কে পৌলের অভিমত

ইফিসীয়দের প্রতি পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে পৌল, স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন, যেটি পিতরের প্রাথমিক পরিকল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। ২১ পদে পৌল লিখেছেন ঃ "খ্রীষ্টের ভয়ে একজন অন্য জনের বশীভূত হও।" লক্ষ্য করুন পৌল এখানে পারস্পরিক বশীভূত হওয়ার কথা বলছেন। স্বামী ও স্ত্রী অবশ্যই পরস্পরের বশীভূত হবে কারণ প্রকৃতিগত ভাবে আমরা আত্মকেন্দ্রিক। যখন কোন ভক্ত দম্পতি পাঠ করে যে, তারা দুজন এক হবে, তারা বহু বৎসর যাবৎ প্রশ্ন করে, "কোন এক?" দুজনকে এক হতে হলে, বিবাহিত জীবন সফল করতে হলে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে অবশ্যই একে অন্যের বশীভূত হতে হবে। এটাই প্রেমের মূলমন্ত্র।

পৌল আরও বলেছেন, "নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা হও। কেননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীর মস্তক। তিনি আবার দেহের ত্রাণকর্তা। কিন্তু মন্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূত, তেমনই নারীগণ সর্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হউক" (২২-২৪)।

স্বভাবতঃই, পিতর অনুপ্রাণিত বিবাহ পরামর্শদানে যা বলেছেন পৌলও ঠিক তাই বলছেন। পিতর ও পৌল; খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর উদাহরণ তুলে ধরেছেন এবং উভয়েই স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে লেখার কালে খ্রীষ্ট ও মন্ডলীকে আদর্শরূপে ব্যবহার করছেন। খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর এই আদর্শ, এশিয়া মাইনর ও রোমের সংস্কৃতিতে দেখা যেত না। বিবাহের এই প্রাথমিক পরিকল্পনা দুটি, তখনকার দিনের নীতিহীন ও পাপপূর্ণ সংস্কৃতিতে বিপ্লব আনয়ন করেছিল। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যীশু তাঁর প্রেরিতদের ও শিষ্যদের তাদের সংস্কৃতির মূল্যবোধের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিক্ষা দেন নি। তিনি তাদের সংস্কৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলেন।

এখন পৌল তাঁর বিবাহ পরামর্শে স্ত্রীলোকদের যে কাজ দিয়েছিলেন তারজন্য প্রয়োজন অতিপ্রাকৃত অনুগ্রহ। কিন্তু পুরুষদের তিনি যে কাজ দিয়েছেন, তারজন্য প্রয়োজন আরও অধিক আতিপ্রাকৃত অনুগ্রহ। কেননা তিনি স্বামীদের বলেছেন, "তোমরা আপন আপন স্ত্রী কে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন" (২৫ পদ)। ঠিক যেভাবে খ্রীষ্ট তাঁর মন্ডলীকে ভালবাসেন; ঠিক যেভাবে খ্রীষ্ট, মন্ডলীর জন্য

নিজেকে প্রদান করেছিলেন, সেইভাবেই স্বামীদের, নিজ নিজ স্ত্রী এ পরিবারের নিমিত্ত নিজেদের প্রদান করার আদেশ করা হয়েছে।

যীশু মানুষকে "স্বর্গীয় পিতার ন্যায়.... সিদ্ধ" হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ৫:৪৮)। পৌল কলসীয়দের লিখেছিলেন যে আমাদের একমাত্র আশা এই নিগূঢ়তত্ত্ব যে খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন। যদি খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন, তাহলে আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টের ন্যায় হয়ে, স্ত্রীকে ভালবাসা ও তার জন্য নিজেকে প্রদান করা, শুধু সম্ভব নয় কিন্তু স্বাভাবিকও বটে (কলসীয় ১:২৭)।

নারীগণ, যদি তোমার স্বামী তোমাকে ও তোমার সন্তানদের ভালোবাসেন, ঠিক যেমন খ্রীষ্ট তাঁর মন্ডলীকে ভালবাসেন, তাহলে কি তাঁকে আপনাকে পালন করতে দেওয়া খুব কঠিন? তাঁকে গৃহের মস্তক এবং গৃহ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেওয়া কি খুব কঠিন হবে?

কিছু কিছু উপায়ে, স্ত্রীদের এটা সহজেই বোঝানো যায়। তিনি স্ত্রীদের বিশেষভাবে কথাই বলতে চাইছেন, "স্বামী তোমার পালক হউন এবং সেটা ভালভাবে গ্রহণ কর"। প্রকৃতপক্ষে পিতর এটাই বলতে চাইছেন, যখন তিনি লিখছেন, "তাহারা আপন আপন ভার্য্যার আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ" করুক। শান্ত, ভদ্র আত্মা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি মূল্যবান। নম্রভাবে তোমাদের স্বামী বশীভূত হও। অনেক স্ত্রীলোক বাহ্যিক বিষয়ে বশীভূত হয় কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাধা দান করে। কিন্তু পিতর লিখছেনঃ "না তোমাদের বশ্যতা প্রকৃত বশ্যতা হোক, তা তোমাদের অন্তর থেকে আসুক। এ ব্যাপারে মধুর হও এবং নীরব থাক। শুধু বাক্য তোমার স্বামীর সামনে রাখ। যদি কোন কিছু তাঁকে তার স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে চ্যালেঞ্জ করে, তা হল, তিনি যখন তোমাকে নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন।"

মনে রাখবেন পিতর এইসব কথা নারীদের বলছেন, যাদের স্বামীরা ঈশ্বরের বাক্য পালন করেন না। হয়তো এর অর্থ হল এইসব স্বামীরা বিশ্বাসী নয়। আবার এটাও হতে পারে, তাদের স্বামীগণ বিশ্বাসী কিন্তু মন্ডলীর প্রতি খ্রীষ্ট যেমন, তাঁদের স্ত্রীদের প্রতি তাঁরা সেরূপ হতে পারেন নি। যীশু, পিতর ও পৌলের মতানুসারে একজন স্বামী ও স্ত্রী, বিবাহের মধ্য দিয়ে একটি স্থানে দন্ডায়মান থাকবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, পিতর এই সব কথা বলেছেন, স্ত্রীদের উদ্দেশ্য, যাদের স্বামীগণ, তাদের প্রদত্ত স্থানে দন্ডায়মান থাকেন না।

সার সংক্ষেপ

প্রকৃত পক্ষে পিতর এইসকল স্ত্রীদের বলছেন যে তাঁরা তাদের স্বামীদের সেই স্থানে প্রবেশ করিয়ে দেবেনা, সেই স্থানে প্রবেশ করার কথাও বলবে না বা সেইস্থানে তাদের টেনেও

আনবে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তারা তাদের স্থানে দন্ডায়মান থাকবে। ঐসব স্ত্রীলোকদের তিনি এ কথা বলছেন না যে তাঁর এই নিদান, সব সময়, তাদের স্বামীদের রূপান্তরিত করবে বা তাদের আচার ব্যবহার পরিবর্তিত করবে। তাঁর পরামর্শ হল, যদি কোনকিছু এই সমস্যার সমাধান করতে পারে, তা হল, স্বামীদের কাছে তাদের উদাহরণ, যার দ্বারা, তারা তাদের স্বামীদের সঠিক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

অধ্যায় ছয়

ভালবাসার সংযোগ

একত্বের ভিত্তিমূল হল আত্মিক দৃষ্টিকোন, যা ঈশ্বর স্বামী ও স্ত্রীর জন্য রচনা করেছেন। ভাববিনিময় হল সেই অস্ত্র, যার দ্বারা বিবাহিত দম্পতি তাদের একত্বের ভাব উৎপাদন ও পোষণ করতে পারে। সামঞ্জস্য বিধান হল তাদের একত্বের প্রমাণ। ভালবাসা হল ঈশ্বর রচিত সেই মহান শক্তি, যা তিনি ঘোষণা করে বলেছিলেন যে তারা দুজনে একাঙ্গ হবে।

বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পূর্বে, তারা দুজনে নিজেদের এই উত্তম প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারেনঃ যখন আপনারা পরস্পরকে বলেন "আমি তোমাকে ভালবাসি", তখন আপনারা কি বোঝাতে চান? আপনি কি বলতে চান, "আমার এই প্রয়োজনটা আছে এবং আমার দেখা অন্য সকলের থেকে তুমিই এটা সবথেকে ভালভাবে মেটাতে পার?" যখন আপনি বলেন, "আমি তোমাকে ভালবাসি," তখন কি আপনি সত্যই বলেন যে " তোমাকে আমার প্রয়োজন?" যদি ভালবাসা শব্দটির জন্য এটাই আপনার ব্যাখ্যা হয়, তাহলে ঐ ভালবাসা শব্দটির বাইবেলসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি আপনার নেই। যখন আপনি বলেন, "আমি তোমাকে ভালবাসি" তখন কি আপনি এটাই বোঝাতে চান যে, "তোমার মঙ্গল, আমার কাছে আমার নিজের মঙ্গলের মতই গুরুত্বপূর্ণ?" এটা অপেক্ষাকৃত ভাল কিন্তু তথাপি এটাকেও বাইবেল সম্মত-খ্রীষ্টের ন্যায় ভালবাসা বলতে পারবেন না।

বিবাহ সব থেকে বড় সমস্যা হল স্বার্থপরতা বিপরীতভাবে বিবাহের সবথেকে বড় শক্তি হল নিঃস্বার্থপরতা, অন্য -কেন্দ্রিকতা, বা অন্যকে কেন্দ্রস্থলে রাখার ক্ষমতা এবং এই বিষয়ে চিন্তা করা যে কি ভাবে আপনি তার প্রয়োজনগুলি পূরণ করতে পারেন। যখন আপনি ভালবাসার

বাইবেল সম্মত সংজ্ঞাটি আবিষ্কার করবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন, বিবাহের সব থেকে বড় শক্তি হল খ্রীষ্টের ন্যায় ভালবাসা কারণ খ্রীষ্টের ভালবাসা দ্বারাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত নিঃস্বার্থ হওয়া সম্ভব।

যীশু বলেছেনঃ "গ্রহণ করা আপেক্ষা বরং দান করা ধন্য হইবার বিষয় "(প্রেরিত ২০:৩৫)। যীশুর এই একটি মাত্র শিক্ষা বাস্তবে প্রযুক্ত হলে, তা বিবাহের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে পারে। অনেক লোক শুধু গ্রহণ করার জন্যই বিবাহ করে। তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরস্পরের কাছ থেকে গ্রহণ করার চেষ্টা করে। যদি তারা উভয়ের গ্রহীতা হয় এবং কেউই দাতা না হয়, তাহলে তারা কেউই কিছু পায় না। কিন্তু, ও! সব কিছু তখন বদলে যায় যখন তারা বুঝতে পারে গ্রহণ করা আপেক্ষা বরং দান করাই ধন্য হইবার বিষয়।"

যদি আপনারা অন্য কেন্দ্রিক হতে না শেখেন, তাহলে আপনাদের সন্তান না হোক। ঠিক যে ভাবে আপনাদের বিবাহের দায়বদ্ধতা ঐশ্বরিক পথনির্দেশের উপর ভিত্তিশীল, ঠিক সেই ভাবে ভক্ত দম্পতি তাদের বিবাহিত জীবনে ও এই পৃথিবীতে সন্তান আনয়ন করবে না, যতদিন না প্রভু তাদের নির্দেশ দেন। দম্পতি জীবনে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ বিষয় হল, সন্তানাদি লাভ করা। প্রায় কুড়ি বা পঁচিশ বৎসর যাবৎ তাদের সন্তানকে প্রতিপালন করতে হবে, প্রতিদানের আশা না করে শুধু দিতে হবে, আর দিতেই হবে। যদি তারা উত্তম পিতামাতা হন, তাহলে সন্তানেরা যখন গৃহ ত্যাগ করবে, বিবাহ করবে, তারাও সেইভাবে সন্তান লাভ করবে। আর এই সমগ্র প্রতিজ্ঞার জন্য প্রয়োজন নিঃস্বার্থপরতা।

আজকের দিনে, বলা যায় আমি হলাম সেই লুপ্ত প্রায় প্রজাতির একজন। আমি আমার ভক্তিশীলা মাকে পেয়ে ধন্য হয়ে ছিলাম, যিনি বিবাহ ও পরিবার বিষয়ে, ঈশ্বরের প্রাথমিক পরিকল্পনায় বিশ্বাস করতেন। আমার ধার্মিক মায়ের এগারোজন সন্তান ছিল। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "যদি তোমাকে আবার পরিবার গঠন করতে বলা হয়, তাহলে কি তুমি আমাদের সবাইকে আবার সন্তান হিসাবে কামনা করবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি সেটাই করব। কিন্তু তার আগে আমি এই সিদ্ধান্ত নেব যেন নিজের মতো জীবনযাপন না করি।" হয়তো এটা আপনার কাছে একটু অদ্ভুত মনে হবে যে আমার মা 'নিজের মনোমত জীবন' নির্বাচন করছেন না এই ভেবে।

একবিংশ শতাব্দীর যুবক যুবতীদের অন্যতম শর্ত হল, "নিজেদের পচ্ছন্দ মত "জীবন লাভ" ও "জীবনযাপন" করার অধিকার। এইজন্য বহু নারী, পুরুষকে সম্পূর্ণ করার কথা চিন্তা করে বিরক্ত হন। একই ভাবে পরুষেরা বিরক্ত হয়, যখন তারা চিন্তা করে যে তাদের স্ত্রীকে ভালবাসতে হবে এবং তার জন্য নিজেকে প্রদান করতে হবে, ঠিক যেমন খ্রীষ্ট মন্ডলীকে

ভালবেসেছিলেন ও মন্ডলীর জন্য সেই জীবন যাপন করেন, তাহলে কি ভাবে নিজেকে আপনার স্ত্রী ও পরিবারের জন্য প্রদান করবেন? উত্তর হল, আপনি তা পারবেন।

খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছিল, "ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না" (মথি ২৭:৪২)। খ্রীষ্টের ভালবাসা দ্বারা ভালবাসতে হলে, আপনাকে, আপনার ভালবাসার মানুষগুলির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আমার মা, তাঁর স্বামীকে ও সন্তানদের খ্রীষ্টের ভালবাসা দ্বারা ভালবাসতেন। আর সেইজন্য তাঁর নিজের বলে জীবন ছিল না। কিন্তু তিনি সুখী ছিলেন! বহুদিন তিনি বিবাহিত জীবনযাপন করেছিলেন কিন্তু কখনও তিনি বিবাহ বিষয়ক কোন পুস্তক পাঠ করেন নি। তিনি কেবল মাত্র বাইবেল পাঠ করেছিলেন। তিনি একজন সুখী জননী ছিলেন কারণ তিনি বিবাহিত জীবনের প্রকৃত শক্তি বাইবেলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন।

জীবনের ক্ষেত্রে যে "ভালবাসার ছন্দ" তিনি পেয়েছিলেন, তা "আমি" প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আর যীশুও সেই একই মন্তব্য করেছেন, "কেহ যে আপন বন্ধু দের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই" (যোহন ১৫:১৩)। অথবা যীশুর এই শিক্ষা ঃ "যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সেই তাহা রক্ষা করিবে" (লুক ৯:২৪)। নিজ বিশ্বাসের জন্য শহীদ হয়েছিলেন, এমন একজন মিশনারী (প্রচারক) একবার বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি কখনও যা হারাবে না, তা লাভ করার জন্য, যদি সব কিছু দিয়ে দেয়, সে কখনও মূর্খ হতে পারে না।" স্বেচ্ছায় অপরের বা অন্যদের জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করা অপেক্ষা মহত্তর ভালবাসা আর নেই। সূক্ষভাবে, এই ধরনের ভালবাসার কথাই স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহিত যৌথ জীবনের ভূমিকাতে দেখানো হয়েছে, যার প্রাথমিক পরিকল্পনা বাইবেলে দেওয়া হয়েছে।

আমি ভালবাসা এই বৈশিষ্ট্যকে নাম দিয়েছি, একত্বের গতিশক্তি। সংক্ষেপে বলা যায় ঃ খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে ও যৌথভাবে স্বামীস্ত্রী যে আত্মিক সম্পর্কে গড়ে তোলে সেটাই তাদের একত্বের ভিত্তিমূলক। ভাববিনিময়ের দ্বারা সেই একত্ব বজায় রাখা যায়। সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে ঐ একত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভালবাসা হল সেই, চালিকা শক্তি, যা একত্বকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

অতএব, ভালবাসা কি?

আপনি কি বোঝাতে চান, যখন আপনি তাকে বলেন, "আমি তোমাকে ভালবাসি?" আমি যখন মানুষকে এই প্রশ্ন করি আমি অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি সঠিক বাক্যটি খুঁজে পেতে তারা হোঁচট খায় অথবা ভালবাসা সম্পর্কে তার ধারণা বর্ণনা করতে অসমর্থ হয়। প্রকৃত সত্য হল, অল্প বয়সে যখন আমরা বিবাহ করি আমরা ভালবাসা সম্পর্কে প্রথম বিষয়টি বুঝতে পারি না। যখন একজন যুবক, একজন আর্কষণীয়া যুবতীকে বলে, "আমি তোমকে ভালবাসি", সে সম্ভবতঃ

এই কথা বলতে চায়, "আমি নিজেকে ভালবাসি এবং আমি তোমাকে চাই।" যদি এটাই তাঁর স্বামী বোঝাতে চান, তাহলে তার যুবতী স্ত্রী অনিরাপত্তা অনুভব করবে কারণ পরবর্তী কালে এমন কারও দেখা ঐ ব্যক্তি পেতে পারেন, যে তার থেকেও ভালভাবে, তার স্বামীর প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

বাইবেল ভালবাসা সম্পর্কীয় অধ্যায়টি

আসুন, এখন আমরা আলোচনা করি, ঈশ্বরের এ খ্রীষ্টের ভালবাসা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত লেখা সব থেকে মহান মন্তব্য বলে যেটি আমি বিশ্বাস করি। এটি লেখা আছে প্রথম করিন্থীয় তেরো অধ্যায়, আপনারা নিশ্চয় এই অনুচ্ছেদের সঙ্গে সুপরিচিত। পৌল যখন করিন্থীয়দের এই অনুপ্রাণিত বাক্যগুলি লিখেছিলেন, প্রেম বা ভালবাসা তখন পৌলের প্রথমিক বিষয় ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তিনি তখন আত্মিক দান সম্পর্কে লিখছিলেন এবং সেই আত্মিক দানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রেম সম্পর্কে এই অনুপ্রাণিত অধ্যায়টি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

ভালবাসার তুলনা (১-৩পদ)

"যদি আমি মনুষ্যদের এবং দূতগণের ভাষা বলি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি শব্দকারক পিত্তল ও ঝম্‌ঝম্‌কারী করতাল হইয়া পড়িয়াছি। আর যদি ভাববাণী প্রাপ্ত হই ও সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বে ও সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী হই, এবং যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যাহাতে আমি পর্বত স্থানান্তর করিতে পারি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি কিছুই নহি। আর যথাসর্বস্ব যদি দরিদ্রদিগকে খাওয়াইয়া দিই, এবং পোড়াইবার জন্য আপন দেহ দান করি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমার কিছুই লাভ নেই" (১-৩)।

এই মহান অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদে, পৌল লিখছেন যে ভালবাসা অতুলনীয় এবং অপূরণীয়। তিনি বিশেষভাবে বলতে চাইছেন, "আমি কিছু নয়, আমার কিছুই নাই, আমি কিছুই করতে পারি না এবং কিছুই আমি হতে পারব না বা করতে পারব না যদি আমার জীবনে ভালবাসা না থাকে" পৌলের সময়ে যাঁরা গ্রীক করিন্থীয় সংস্কৃতির মধ্যে বাস করতেন তারা সুবক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতেন এবং তাঁরা জ্ঞানের অন্বেষণে বিশেষতঃ দর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। করিন্থের বিশ্বাসীগণ আত্মিক দানগুলিকে অতিশয় সম্মান করতো, বিশেষতঃ নানা ভাষা শেখার দক্ষতা। এই জন্য পৌল তাঁর লেখায়, ভালবাসার সঙ্গে বাগ্মিতা, দূতগণের ভাষাও অন্যান্য সকল জ্ঞানের তুলনা করেছেন।

পৌল তারপর ভাববাণী দানের কথা বলেছেন, যেটাকে তিনি পরে বলেছেন, সবথেকে বড় আত্মিক দান (১ করিন্থীয় ১৪:১)। তিনি ভালবাসাকে বিশ্বাসের সঙ্গেও তুলনা করেছেন এবং এই অধ্যায়ের শেষে বলছেন যে, বিশ্বাস তিনটি অনন্ত অতি মূল্যবান বস্তুর মধ্যে অন্যতম। মন্ডলীর

একজন মহান সুসমাচার প্রচারক হিসাবে, বিশ্বাস পৌলের কাছে কত গুরুত্ব পূর্ণ ছিল, তা আমরা বুঝতে পারি। তথাপি তিনি লিখেছেন, যদি আমাদের ভালবাসা বিহীন বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমরা কিছুই নই। যেহেতু যে সব বিষয়গুলিকে করিন্থীয়রা অতিশয় মূল্যবান বলে মনে করত, পৌল সেগুলির সঙ্গে ভালবাসাকে তুলনা করছেন, সব শেষে তিনি বলছেন, "ভালবাসা কি তা বুঝতে পারলে, আপনার জীবনে, এর কোনটিই ভালবাসার পরিকল্প হতে পারে না।"

ভালবাসার পার্থক্য (৮-১৩)

"প্রেম কখনও শেষ হয় না। কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, তাহার লোপ হইবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সে সকল শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে। কেননা আমরা কতক অংশ জানি, এবং কতক অংশ ভাববাণী বলি; কিন্তু যাহা পূর্ণ তাহা আসিলে, যাহা অংশমাত্র তাহার লোপ হইবে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর ন্যায় কথা কহিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর ন্যায় বিচার করিতাম; এখন মানুষ হইয়াছি বলিয়া শিশুভাবগুলি ত্যাগ করিয়াছি। কারণ এখন আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখা সম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমি কতক অংশে জানিতে পাই, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তেমনই পরিচয় পাইব। আর এখন বিশ্বাস প্রত্যাশা প্রেম এই তিনটি আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেম শ্রেষ্ঠ" (৮-১৩)।

এই ঐ অধ্যায়ে শেষে, পৌল যখন ভালবাসার তুলনামূলক বিষয়গুলির সার সংক্ষেপ প্রদান করছেনে তিনি বলছেন, প্রকৃত পক্ষে তিনটি বস্তু চিরস্থায়ী, যেগুলির মূল্য অনন্ত- প্রত্যাশা, বিশ্বাস ও প্রেম। কিন্তু সমাপ্তিতে তিনি বলেছেন, এই অনন্ত মূল্যবান বস্তুগুলির মধ্যে ভালবাসা হল সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রত্যাশারাও একটা স্থায়ী মূল্য আছে কারণ প্রেমই এটাই আমাদের বিশ্বাস পরিচালিত করে। একদিন, এই জীবনে ভাল কিছু আছে, প্রত্যাশা বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা তা প্রমাণ করবে এবং আমাদের বিশ্বাস প্রমাণিত করবে (ইব্রীয়১১:১)। বিশ্বাসেও স্থায়ী মূল্য আছে, কারণ বিশ্বাস আমাদের ঈশ্বরের প্রতি পরিচালিত করে কিন্তু যখন আমরা ভালবাসি, আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করি না, যা আমাদের এমন কিছুতে পরিচালিত করে, যা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি পরিচালিত করে। আমরা ঈশ্বরকে পাই কারণ ঈশ্বরের একটি বৈশিষ্ট্য হল ভালবাসা। এইজন্য ভালবাসা অতুলনীয় ও অপূরণীয়। ঈশ্বরই ভালবাসা (১যোহন ৪:১৬)।

গুচ্ছবদ্ধ ভালবাসা (৪-৭)

"প্রেম চিরসহিষ্ণ, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মাশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচারণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না, আধার্মিকতায় আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যের সহিত আনন্দ করে;সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলেই প্রত্যাশ্য করে, সকলেই ধৈর্য্য পূর্বক সহ্য করে" (৪-৭)।

হেনরী ড্রুমন্ড, তাঁর ভক্তিমূলক গ্রন্থে, "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু", (The Greatest thing in the world) এই গ্রন্থে ৪ থেকে ৭ পদের বিষয়ে বলেছেন, "এই পদগুলিতে, পবিত্র আত্মা, ঐশ্বরিক প্রেমের ধারণাটিকে পৌলের অনুপ্রাণিত বুদ্ধির আতস কাঁচের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করছেন, যার ফলে আপর দিকে ফুটে উঠেছে একগুচ্ছ গুণাবলি।" প্রথম করিন্থীয়দের প্রতি এই পত্রের চারটি পদে, পনেরোটি গুণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যদি আপনি এই গুণগুলি পরীক্ষা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, ঐশ্বরিক ভালবাসার বিভিন্ন দিক এবং সেইসঙ্গে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন কারণ আমরা জানি যে, ঈশ্বরই প্রেম (যোহন ৪:১৬)।

ঈশ্বরের সংজ্ঞা বা ঈশ্বরের প্রেমের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। পৌল তাঁর মহৎ জ্ঞান ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা দ্বারা আমাদের বলছেন যে ঐশ্বরিক ভালবাসা কিরূপ ব্যবহার করে। তিনি বিশেষভাবে বলেছেনঃ "আমি যে ভালবাসার কথা বলছি, তা যদি তোমার থাকে, তাহলে তুমি তোমার জীবনের পরিচিত মানুষের সঙ্গে, এইভাবেই সম্পর্কিত হবে।" তাঁর অন্য একটি অনুপ্রাণিত পত্রে পৌল বলেছেন যে তোমার মধ্যে যে পবিত্র আত্মা বাস করেন, ভালবাসা হল তারই ফল, সাক্ষাৎ ও প্রমাণ (গালাতীয় ৫:২২) প্রেমের উৎকৃষ্টতা বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তঃস্থলে, পৌল ভালবাসাকে আত্মিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে স্থাপন করেছেন।

আমি আপনাকে কিছু করার জন্য চ্যালেঞ্জ করতে চাই। এই পনেরোটা গুণ, যা ঐশ্বরিক ভালবাসাকে প্রকাশ করে, যত্ন সহকারে বিবেচনা করুন। এটি করার সময়, আপনার স্বামী/স্ত্রী, আপনার সন্তানাদি বা অন্যদের এই প্রতিটি গুণের কেন্দ্রে রাখুন যে গুণগুলি আপনার জীবন থেকে আত্মার ফল নির্গত করে। মানুষের এক অপার্থিব দক্ষতা আছে যার দ্বারা তারা এই অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে চিন্তা করে;"এখন এই ভাবেই আমার স্ত্রী/স্বামী ও আন্যান্যরা আমাকে অবশ্যই ভালবাসবে।" না, পৌল বলেছেন, "তোমাকে এই ভাবে তোমার স্বামী/স্ত্রীকে ভালবাসতে হবে।"

বহু বৎসরের পূর্বে, যখন আমাদের প্রথম সন্তানের বয়স মাত্র দু বৎসর, সে যখন আমাদের মন্ডলীর শিশু শ্রেণীতে গিয়েছিল, আমি গোপনে তাকে লক্ষ্য করছিলাম। আমি অবাক হয়ে দেখালাম, সে অন্য একটি শিশুর হাত থেকে একটা প্লাসটিকের খেলনা কেড়ে নিয়ে তাকে বলছে, "যীশু আমাদের সবকিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে বলেছেন।" স্পষ্টতঃ পৌল এই অধ্যায়ে, আমাদের ভালবাসার যে চিত্রাবলী প্রদর্শন করেছেন, সে তার প্রকৃত অর্থ বুঝে উঠতে পারে নি। আমরা বয়স্করা এ বিষয়ে আরও অভিজ্ঞ, কিন্তু আমরা প্রায়ই এই একই কাজ করে থাকি। ভালবাসা সম্পর্কীয় এই অনুচ্ছেদটি পাঠ করে, আমরা অনেকে চিন্তা করি ঃ "এইভাবে আমার স্ত্রীর/স্বামীর আমাকে ভালবাসা উচিত।" আপনি যখন এইসব গুণের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, যে গুণগুলির মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক ভালবাসা প্রকাশিত হয়, তখন আপনার স্ত্রী/স্বামী কিভাবে আপনাকে

ভালবাসবেন, সে কথা চিন্তা করবেন না। নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি কি আমার স্ত্রীকে/ স্বামীকে এরূপ ভালবাসি?" আসুন, এখন আমরা এক এক করে, এই গুণগুলি নিয়ে আলোচনা করি ঃ

প্রেম বা ভালবাসা "চিরসহিষ্ণু"। পৌল এখানে যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ হল, ভালবাসা করুণাপূর্ণ। এ ভালবাসা প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। এমন কি যখন সেটা করার অধিকার ও সুযোগও থাকে, ভালবাসা কখনও "সমান সমান" হতে বলে না।

ভালবাসা "ঈর্ষা করে না।" পৌল এখানে যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার সমার্থক শব্দ হল, "উদারতা"। এটি একজন ব্যক্তির অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ দায়বদ্ধতা - পবিত্র পরার্থপরতা বর্ণনা করে। আপনি কি একান্তভাবে এই বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, আপনি আপনার সময়, কর্মক্ষমতা ও আর সব কিছু, আপনার স্ত্রীর/স্বামীর প্রয়োজন ও ইচ্ছা পূরণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করতে ইচ্ছুক আছেন? প্রাথমিক ভাষায় এই শব্দটিই অনুবাদ করে বলা হয়েছে "ঈর্ষা করে না।"

"প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না।" যে গ্রীক শব্দটি অনুবাদ করে এটা বলা হয়েছে, তার অর্থ হল, একজন মানুষ কোন অহংকার না করে, ভালবাসবে। তাকে, অপর কাউকে মুগ্ধ করতে হবে না। নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের কোন স্ফীত ধারণা থাকার প্রয়োজন নেই কারণ এই ভালবাসা তাদের নম্র করে। তারা এ জগতের উদ্ধত ও অহংকারী মানুষের ঠিক বিপরীত।

ঐশ্বরিক ভালবাসার দুটি মাত্রা

এই সমস্ত গুণের একটা আভ্যন্তরীণ ও একটা বাহ্যিক দিক আছে। বাহ্যিক দিক থেকে ভালবাসা এইরূপ আচরণ করে কারণ এক একটা আভ্যন্তরীণ সত্য আছে, যা ভালবাসার ঐ বাহ্যিক রূপটি ফুটিয়ে তোলে। ৫ পদে আমরা দেখি, "প্রেম অশিষ্টাচরণ করে না।" বাহ্যিকভাবে ভালবাসা অনুচিত ব্যবহার করে না। এটা ভদ্র, সভ্য ও উচিত ব্যবহার করে কারণ অন্তরে এটা নিজের পথেরই অন্বেষণ করে। সেই একই আভ্যন্তরীণ বাস্তবতাকে ধন্যবাদ, এই ভালবাসা "স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না" (৫পদ)। কারণ এই ভালবাসা অভিমানী নয়, দোদুল্যমান নয়, এর দ্বারা আমরা নিজেদের নির্ধারিত বিষয় বা অভিমত জোর করে প্রকাশ করি না। যে মানুষ ভালবাসে এবং অন্য-কেন্দ্রিক, তাকে ক্রুদ্ধ করা কঠিন। এটা হল সেই বাস্তব সত্যের বাহ্যিক প্রকাশ, যখন একজন মানুষ অভ্যন্তরে কোন স্বার্থপরতা, অহংবোধ, গর্ব এবং এটা আমার পথ বা এটা আমার পথ নয় এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয় না।

"ভালবাসা অপকার গণনা করে না।" যে শব্দটি অনুবাদ করে পৌল এই কথা বলেছেন, তার অর্থ হল, ভালবাসা সাফল্যের হিসাব রাখে না বা এই ভালবাসা প্রিয়জনের ভুলত্রুটি নথিভুক্ত

করে না। আপনি কি আপনার স্ত্রীর/স্বামীর ভালমন্দের হিসাব রাখেন? যদি করেন, তাহলে সেটা আপনার অন্তরে খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে নির্গত হয় না। বাহ্যিকভাবে এই ভালবাসা ভালমন্দের হিসাব রাখে না কারণ অভ্যন্তরে ভালবাসা, "অধার্মিকতায় আনন্দ করে না।" এর অর্থ যে মানুষ খ্রীষ্টের ভালবাসা নিয়ে অপরকে ভালবাসে, সে কখনও প্রিয়জনের ব্যর্থতায় আনন্দিত হয় না। প্রিয়জন ব্যর্থ হলে, তার ভালবাসার মানুষও দুঃখিত হয়। স্বামী বা স্ত্রী কেউই চায় না তার ভালবাসার মানুষ ব্যর্থ হোক। আভ্যন্তরীণভাবে ভালবাসার মানুষটির সাফল্যে সে আনন্দিত হয়। এটাই হল, "সত্যের সহিত আনন্দ করা।" প্রিয়জনের জীবনে প্রকাশিত সত্যে আনন্দিত হলে, তা খ্রীষ্টের প্রেমই প্রকাশ করে।

৭ পদে বলা হয়েছে, ভালবাসা, "সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য্যপূর্বক সহ্য করে।" প্রিয়জনের ব্যর্থতায় প্রেমিক শান্ত থাকে। এটাই "সকলই বহন করার অর্থ।" ভালবাসার, প্রিয়জনের কর্মদক্ষতার প্রতি বিশ্বাস থাকে। আর তা মানুষের অনেক মঙ্গল সাধন করে।

যখন আমি সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়েছি, আপাতদৃষ্টিতে আমার খুব কমই কর্মদক্ষতা ছিল। আমার পুরোহিত আমার এইরূপ বলেছিলেন এবং সেটা আমার পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক হয়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি তোমার মৌলিকত্বে বিশ্বাস করি।" তখন আমি কিছু করতে পারি নি এবং জানি না আর কেউ তা করতে পারে কিনা। কিন্তু তিনি আমার অনেক মঙ্গল করেছিলেন। তিনি প্রকৃতই আমাকে বিশ্বাস করতেন। তিনি "সবকিছু বিশ্বাস করতেন।"

যেহেতু ভালবাসা অন্যের কর্মদক্ষতায় বিশ্বাস করে, ভালবাসা সব কিছুর জন্য অপেক্ষা করে, যার অর্থ সে যা দেখে ও বিশ্বাস করে, তা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আনন্দ সহকারে অপেক্ষা করে। আর তারপর সে যখন প্রিয়জনের মধ্যে যা দেখে, তার পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস করে ও অপেক্ষা করে, সে সবকিছু ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করে। ভালবাসা সবকিছু গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে যে গ্রীক শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ, "অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিশ্বাস ও অপেক্ষা করা।" এ সবই বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয় কারণ প্রেমিকের অন্তরে পবিত্র দৃঢ়বিশ্বাস থাকে। এটা সেই ভালবাসার জন্য যা করতে পারে শুধু তার প্রতিই দৃঢ়বিশ্বাস নয় — কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর দ্বারা, তার মধ্যদিয়ে যা কিছু করতে পারেন, সেই সব কিছুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

সবশেষে, পৌল বলছেন যে, "ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হয় না।" আমরা ভালবাসতে ব্যর্থ হই কিন্তু ভালবাসা ব্যর্থ হয় না। যে ভালবাসে, সে জানে যে যাকে ভালবাসছে, তার প্রতি তার ভালবাসা কখনও শক্তিহীন হবে না বা অফলপ্রসূ হবে না। অন্যভাবে বলা যায়, যে ভালবাসে, সে তার ভালবাসার জনকে বলতে পারে, "তোমার কোন কথা বা কাজ, তোমার প্রতি আমার

ভালবাসা নিবৃত্ত করতে পারবে না। কারণ আমি তোমাকে খ্রীষ্টের প্রেমে, প্রেম করি এবং সেই প্রেম অতি কঠিন। এই ভালবাসা সবকিছু সহ্য করতে পারে।"

এই পনেরোটি গুণের আলোকে আপনার স্ত্রী/স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং জিজ্ঞাসা করুন ঃ "আমি যখন বলি যে আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি কি বোঝাতে চাই?" যদি পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যে থাকেন, তাহলে এই একগুচ্ছ গুণাবলিসহ আপনি আপনার স্ত্রীকে/ স্বামীকে ভালবাসার, দক্ষতা অর্জন করেন। এটাই ঈশ্বর রচিত সেই শক্তি, যা দুজন মানুষকে একত্ব পথে পরিচালিত করে কারণ ঈশ্বর যখন আদমকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছিলেন, এই বিবাহের কথাই তাঁর অন্তরে ছিল। ভালবাসার এই শক্তি না থাকলে, আপনাদের একত্বতা, বিবাহ ও পরিবারের আত্মিক নিয়মের এক ক্ষুদ্র অংশে পর্যবসিত হয়। আপনাদের একত্বভাব, ঈশ্বরের অভিপ্রেতরূপে সফল হতে পারে একমাত্র ভালবাসার দ্বারা — যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনাদের হৃদয়ে ভালবাসার সেই শক্তি বিরাজমান থাকে।

Marriage and Family (Part-1)
Booklet - 6
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

Marriage and Family (Part-1)
Booklet - 6
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only)

ICM/Ben-6/2004